প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩১ ❖ ২৯ আগস্ট - ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ঈশ্বরের সেবক
আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল
গাঙ্গুলীকে দেখেছি যেমন

তুমি যদি জানতে ঈশ্বরের দান যে কী!

একজন ঈশ্বর সেবক পুণ্যাত্মার কথা

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশীর বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন হার :-

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) বুক্ড	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য

বিজ্ঞাপন বিভাগ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ৩১
২৯ আগস্ট - ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
১৪ - ২০ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

সাধু পেতে হলে করণীয় : প্রার্থনা ও প্রচার

যারা অত্যন্ত ভাল ও পবিত্র জীবন-যাপন করেন বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের মানুষই তাদেরকে বিশেষ সম্মান জানিয়ে বিভিন্ন উপাধিতে আখ্যায়িত করেন। খ্রিস্টমণ্ডলী পুণ্য জীবনাদর্শের সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তিদেরকে সাধু বলে ডাকেন। কাথলিক মণ্ডলীতে একজন ব্যক্তি সাধু হন বীরত্বপূর্ণ প্রধান গুনগুলো যথা- দূরদর্শিতা, সহিষ্ণুতা, সাহস এবং ন্যায়পরায়নতা এবং ঐশ গুনসমূহ যথা- বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা ইত্যাদি তার নিজ জীবনে গভীরভাবে অনুশীলন ও অসাধারণভাবে প্রকাশ করার মাধ্যমে। বাংলার প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর অতি সহজ-সরল, নম্র-ভদ্র, দীন-হীন এবং ত্যাগময় দানশীল জীবন-যাপন করে জীবিতকালেই সাধুতায় ভূষিত হয়েছিলেন। অনেকেই তাকে জীবন্ত সাধু বলে ডাকতো। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী অকস্মাৎ মারা যাবার পর পরই বাংলার জনগণ তাকে সাধু মর্যাদায় তাদের হৃদয়ে স্থান দিয়েছে এবং তাকে একান্ত নিজেদের সাধু হিসেবে পাবার লক্ষ্যে বলতে শুরু করেছে, জীবনে সাধু তুমি মরণে নও কেন!

আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ। তিনিই হয়তো প্রথম বাঙালি সাধু হবেন সে প্রত্যাশায় সারাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালি খ্রিস্টভক্তগণ। কাথলিক মণ্ডলীতে সাধু শ্রেণীভূক্তকরণের নির্দিষ্ট একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। চারিট ধাপের প্রথমটি হলো ঈশ্বরের সেবক ঘোষণা। ইতোমধ্যে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুর ২৯ বছর পর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ মণ্ডলীর আবেদনে সাড়া দিয়ে বিশ্বজনীন মণ্ডলী তাঁকে 'ঈশ্বরের সেবক' উপাধিতে ভূষিত করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি পূজণীয় ও ধন্য শ্রেণীভুক্তকরণের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে 'সাধু' শ্রেণীভুক্ত হবেন তা আমাদের সকলেরই প্রত্যাশা। আশাপ্রদ দিক হলো যে ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী বিষয়ে ধর্মপ্রদেশীয় অনুসন্ধানের কাজ সমাপ্ত করে গত ২০২০ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে পোপ মহোদয়ের দপ্তরে সমস্ত রিপোর্ট ও দলিল দস্তাবেজ জমা দেওয়া হয়েছে। গোটা মণ্ডলী এখন গভীর আগ্রহে প্রত্যাশা করছে ঈশ্বরের সেবক পর্যায় থেকে যেন তিনি পরবর্তী ধাপে (পূজনীয়) উন্নীত হতে পারেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্ম শতবার্ষিকী ২০২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে 'পূজনীয়' রূপে পেলে ভালো হতো। কিন্তু তা হয়নি বটে কিন্তু আমরা আশান্বিত হই শিঘ্রই তা হবে। তার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যথার্থ যোগাযোগ রাখার সাথে সকলকে প্রার্থনা চালিয়ে যেতে হবে।

পবিত্র আত্মার নিত্য সহায়তায় মণ্ডলী নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে সাধু ঘোষণার কাজটি করে থাকে। তবে পবিত্র আত্মার সহায়তা যাচ্না করার সাথে সাথে খ্রিস্টবিশ্বাসী আমাদেরও কিছু-কিছু কাজ করতে হবে। যাতে করে এ প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়। ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জীবনের গুণাবলীর কথা বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে। তাই তার জীবনের ওপর বিভিন্ন লেখা ও ডকুমেন্টারী বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। তার কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন অলৌকিক সহায়তার কথা জানাতে হবে কর্তপক্ষসহ বিভিন্নজনকে। ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে এইসব অলৌকিক কাজের কথা। ঐতিহ্যবাহী মিডিয়ার সাথে সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও এ মহান ব্যক্তির পুণ্যগুণের কথা ছড়িয়ে দিতে হবে সর্বত্র। ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জীবনের উপর বেশ কয়েকটি বই প্রকাশ করা হয়েছে। তা সারা বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা মানুষ যতই এ মহৎ ব্যক্তির কথা জানবে প্রার্থনা করার মানুষের সংখ্যাও ততই বাড়বে। ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে ধন্যশ্রেণী ভুক্তকরণের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রার্থনা প্রস্তুত করে সারা দেশে বিতরণ করা হয়েছে। কোন-কোন ধর্মপ্রদেশের কিছু ধর্মপল্লীতে নিয়মিতভাবেই এ প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ধর্মপল্লীগুলোতেই তা করা হয় না। আমরা যদি আমাদের করণীয় পালনে ব্যর্থ হই তাহলে কি আমাদের সাধু পেতে শুধু অপেক্ষাতেই থাকতে হবে না।

সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীরা প্রার্থনাসহ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করলে সাধুশ্রেণীভুক্তিকরণের প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত হবে। সকলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টাতেই ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি সাধু থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী হয়ে ওঠবেন। ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মতো ভালবাসা, সেবা, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি ইতিবাচক মূল্যবোধ অনুশীলন করার মধ্যদিয়ে আমরাও সাধুতার পথে এগিয়ে চলতে পারি॥ †

মানুষের বাইরে এমন কিছুই নেই যা তার ভিতরে গিয়ে তাকে কলুষিত করতে পারে ; কিন্তু যা কিছু মানুষ থেকে বের হয়, সেই সবই মানুষকে কলুষিত করে। - (মার্ক ৭:১৫)

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visi: : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

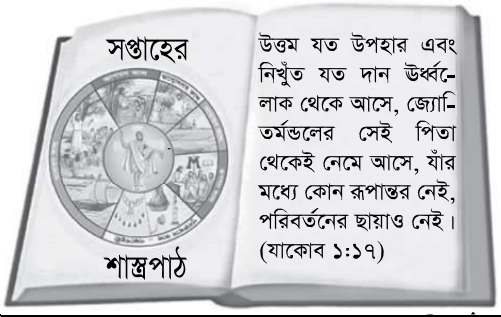

উত্তম যত উপহার এবং নিখুঁত যত দান ঊর্ধ্বে-লোক থেকে আসে, জ্যোতির্মন্ডলের সেই পিতা থেকেই নেমে আসে, যাঁর মধ্যে কোন রূপান্তর নেই, পরিবর্তনের ছায়াও নেই। (যাকোব ১:১৭)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৯ জুলাই - ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২৯ আগস্ট রবিবার

২ বিবরণ ৪: ১-২, ৬-৮, সাম ১৪: ২-৩, ৪-৫, যাকোব ১: ১৭-১৮, ২১-২২, ২৭, মার্ক ৭: ১-৮, ১৪-১৫, ২১-২৩ *দীক্ষাগুরু যোহনের শিরচ্ছেদ-এর স্মরণ দিবস এ বছর পালিত হবে না।*

৩০ আগস্ট সোমবার

১ থেসা ৪: ১৩-১৮, সাম ৯৬: ১, ৩-৫, ১১-১৩, লুক ৪: ১৬-৩০

৩১ আগস্ট মঙ্গলবার

১ থেসা ৫: ১-৬, ৯-১১, সাম ২৭: ১, ৪, ১৩-১৪, লুক ৪: ৩১-৩৭

১ সেপ্টেম্বর বুধবার

কলসীয় ১: ১-৮, সাম ৫২: ৮-৯, লুক ৪: ৩৮-৪৪

২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার

কলসীয় ১: ৯-১৪, সাম ৯৮: ২-৬, লুক ৫: ১-১১

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি-এর মৃত্যুবার্ষিকী

৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার

মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি, পোপ ও আচার্য- এর স্মরণ দিবস

স্মরণ দিবসের খ্রিস্টযাগ : কলসীয় ১: ১৫-২০, সাম ১০০: ১-৩, ৭-৮ক, ১০ লুক ৫: ৩৩-৩৯

অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান: রোমীয় ১: ১-৭, সাম ৯৬: ১-৩, ৭-৮ক, ১০, লুক ৫: ১-১১

৪ সেপ্টেম্বর শনিবার

কলসীয় ১: ২১-২৩, সাম ৫৪: ১-৪, ৬, লুক ৬: ১-৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৯ আগস্ট রবিবার

+ ১৮৫৫ ফাদার আলেক্সান্ডার মন্টিনি সিএসসি
+ ১৮৫৫ সিস্টার মারী ডে. ভিক্টোয়ার রিচার্ডস সিএসসি

৩০ আগস্ট সোমবার

+ ২০০৬ সিস্টার মেরী ডরোথী, এসএমআরএ (ঢাকা)

৩১ আগস্ট মঙ্গলবার

+ ২০০১ সিস্টার মেরী ফ্লোরেন্স এমসি (ঢাকা)
+ ২০০২ ব্রাদার রেমন্ড কুর নোয়াযে সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১ সেপ্টেম্বর বুধবার

+ ১৯২৩ ফাদার নাভা জিওভান্নি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭৫ সিস্টার মেরী মিরিয়াম পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ২০০১ সিস্টার এম. এ্যান অব জিজাস আরএনডিএম (ঢাকা)

২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার

+ ১৯৫৯ সিস্টার এম. আইরিন, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ১৯৭৭ আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৩ সিস্টার সিলভিয়া মাচাডো এসসি (খুলনা)

৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার

+ ১৯২৩ ফাদার ফ্রাংক কিহু সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৩৭ সিস্টার এম. সেলিন অব যীজাস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

৪ সেপ্টেম্বর শনিবার

+ ১৯০০ সিস্টার এম. আগষ্টিন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

সুস্থ থাকা ও সুস্থ রাখা সবারই দায়িত্ব

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা বড়ই কঠিন। কেননা, কারো অধীনে বা কোনো প্রতিষ্ঠানের অধীনে থেকে কাজ করা যত না সহজ নিজের অধীনে কাজ করা ততটা সহজ নয়। মনে হয় এর জন্যই আগেকার মানুষের মুখে-মুখে বলতে শুনেছি, ব্রিটিশ আমলই ভাল ছিল; দেশের মানুষ ভয়ে সবকিছু ঠিকমতো পালন করতো। আসলে যে কথা বলছিলাম, মানুষের জীবনে স্বাধীনতা রক্ষা তখনই কঠিন হয় যখন ব্যক্তি নিজে স্বাধীনে থেকে কাজ করতে পারে না। অর্থাৎ ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিকভাবে চলতে পারে না বলেই ব্যক্তির জীবনে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমন কিছু না। দরকার শুধু মানুষের অন্তরের একান্ত স্বদিচ্ছা, সচেতনতা ও দায়িত্বশীলতা।

দেশের একজন সুনাগরিক হিসেবে সুস্থ থাকা ও নিরাপদে জীবন-যাপন করা যেমন আমাদের অধিকার, ঠিক তেমনিভাবে অন্যকে সুস্থ রাখা ও নিরাপদ জীবন প্রদান করাও আমাদের দায়িত্ব। গত দেড় বছর ধরে সরকার বিভিন্নভাবে লকডাউন, শাটডাউন, বিধিনিষেধ ও নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, এদেশের মানুষের সুস্থ রাখার দায়িত্ব আমার-আপনার-আমাদের সবারই। তাই সুস্থ থাকতে হলে এই দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। কেননা আমরা যখনই নিজেদের দায়িত্বের প্রতি সজাগ হবো তখনই আমরা সবকিছু নিজের মনে করে দায়িত্ব পালন করবো। অর্থাৎ করোনা ভাইরাসের সময় যা যা করা দরকার সবগুলোই আমরা আপন মনে মেনে চলতে আপ্রাণ চেষ্টা করবো। কিন্তু দুঃখের বিষয় অন্যকে সুস্থ রাখা তো দূরের কথা নিজেকেই সুস্থ রাখার জন্য ডাক্তারের যে বিধিনিষেধ রয়েছে সেগুলোই আমরা পালন করতে পারছিনা।

এক্ষেত্রে আমাদের সবারই মনে রাখা দরকার যে, নিজেকে সুস্থ রাখা মানেই পরিবারকে সুস্থ রাখা, আর পরিবারের সবাই সুস্থ আছে মানেই আমাদের চারপাশে যারা বসবাস করে তারা সবাই সুস্থ থাকবে। তাই পরিবারের সকল সদস্য-সদস্যাদের ও পাড়া প্রতিবেশীদের ভাল রাখা বা করোনা মুক্ত সুন্দর জীবন রাখা আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। এই দায়িত্ববোধ নিয়ে আমাদের বাইরে বের হতে হবে। অর্থাৎ পরিবার থেকে আমরা যখন বের হবো বা অফিসে যাবো সেই সময় আমরা যেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পড়ে স্যানিটাইজার নিয়ে ঘর থেকে বের হই এবং ঘরে ফিরে এসে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুই, যাতে পরিবারের সকলে সুস্থ থাকতে পারে এবং রাস্তাঘাটে যাদের সাথে দেখা হবে তারাও যাতে মরণব্যাধি করোনার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন। জীবনের চলার পথে সবসময়ই মনে রাখতে হবে এ পৃথিবীতে মানুষ একবারই জীবন পায়; এজীবন একবার হারালে কোনো সময়ই তা ফিরে পাবে না। তাই আসুন, আমরা একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে প্রতিনিয়তই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে সুস্থ থাকি এবং অন্যকেও সুস্থ রাখতে সহায়তা করি।

মানুয়েল চাম্বুগং
বনানী, ঢাকা

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ টি এ অমল গাঙ্গুলীকে যেমন দেখেছি

ফাদার আবেল বালেষ্টিন ডি'রোজারিও

আমি যখন নটরডেম কলেজে লেখাপড়া করি (১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে) তখন ফাদার থিওটোনিয়াস গাঙ্গুলী (আর্চবিশপ গাঙ্গুলী) আমাদের লজিক (যুক্তিবিদ্যা) পড়াতেন। তখনই আমি লক্ষ্য করেছি তিনি কত নম্র, ভদ্র, আমায়িক, সরল ও প্রার্থনাশীল ব্যক্তি। ঐ সময়ে বাংলা ব্যতীত অন্য সব বিষয় ইংরেজীতে পড়ানো হতো। ফাদার গাঙ্গুলী সর্বদা ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতেন। একদিন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি শুভেচ্ছা ভাষণ দিলেন বাংলা ভাষাতে। আমার পাশে বসা এক ছাত্র আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "ফাদার এতো সুন্দর বাংলা শিখলেন কখন?" আমি বললাম "উনি একজন বাঙালি, খাঁটি বাঙালি।"

আমি তখন করাচি খ্রিস্ট রাজার সেমিনারীতে অধ্যায়ন করি (১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ)। সেমিনারীতে কোন বিশপ আসলে ফাদার রেক্টর তাকে অনুরোধ করতেন সেমিনারীয়ানদের উদ্দেশে কিছু বলতে। একদিন বোম্বের (বোম্বায়ের) সহকারী বিশপ উইলিয়াম আসলেন সেমিনারীতে। ফাদার রেক্টরের অনুরোধে উনি সেমিনারীয়ানদের উদ্দেশে বেশ লম্বা উপদেশ দিলেন। এর কিছুদিন পর ঢাকার সহকারী বিশপ গাঙ্গুলী সেমিনারীতে আসলেন আমাদের দেখতে। সেমিনারীর পরিচালকের অনুরোধে উনিও সেমিনারীয়ানদের উদ্দেশে কিছু উপদেশমূলক কথা বললেন। পরে একদিন ফাদার রেক্টর বললেন Bisop William spoke lot but said nothing. Bisop Ganguly spoke little but said lot. বিশপ উইলিয়াম অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু মূল্যবান কিছুই বলেননি, বিশপ গাঙ্গুলী অল্প কথা বললেন কিন্তু অনেক মূল্যবান কথা বললেন।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রদ্ধেয় আর্চ বিশপ গ্রেণারকে বাংলাদেশ ছেড়ে আমেরিকা চলে যেতে হলো তাই আর্চবিশপ গাঙ্গুলী আমাদের তিন জনকে (ফাদার ফ্রান্সিস, ফাদার থিওডোর ও আমি) পুরোহিত পদে অভিষিক্ত করেন ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ। আমার প্রথম কর্মক্ষেত্র হলো বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লীতে। ওখানে রওনা হবার একদিন আগে আমি আর্চবিশপের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি আমাকে একটা বিষয় বললেন, যা আমি আজ পর্যন্ত পালন করে আসছি। তিনি আমাকে বললেন আমি যেন কোন মহিলা রোগীকে জিজ্ঞেস না করি তার কি রোগ হয়েছে। আর সত্যই আজ পর্যন্ত আমি কোন মহিলা রোগীকে প্রশ্ন করি নি, "তোমার কি রোগ হয়েছে।"

আর্চবিশপ আমাকে অনেক ধর্মপল্লীতে নিয়োগ দিয়েছিলেন- বিড়ইডাকুনী, বালুচড়া, ভালুকাপাড়া, ময়মনসিংহ শহর, রাণীখং, আবার বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লী। তিনি যখন বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে পালকীয় সফরে যেতেন, একটা বিষয় খুবই লক্ষ্যণীয় ছিল; তা হলো- তিনি ধর্মপল্লীর যাজকভবনে এসে একটু হাত মুখ ধুয়ে ফাদারদের সাথে চা বা কফি খেতেন, তার পরই তিনি গির্জায় যেতেন ও অনেকক্ষণ ওখানে থাকতেন।

আমি বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত থাকাকালে (১৯৭৫-১৯৭৬) আর্চবিশপ মহোদয়কে অনুরোধ করে বললাম "আপনার আগামী পালকীয় সফরকালে আমরা আপনাকে একটা দূরের গ্রামে (বাউশা-কুমুরিয়া) নিয়ে যাবো। ওখানে খ্রিস্টযাগ ও ছেলে মেয়েদের জন্য প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদের ব্যবস্থা করবো"।

আর্চবিশপ রাজি হলেন। আমি ঢাকা থেকে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি বাউশা-কুমুরিয়ায় গেলাম এবং বিজয় বাবু (গ্রাম্য প্রধান) টমাস মাষ্টার ও আরও কয়েক জন নেতৃস্থানীয় লোক নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলাম এবং বিজয় বাবুর স্ত্রীকে বললাম যে আর্চবিশপ শুকরের মাংস খেতে পারেন না, তার পেটের অসুবিধা আছে।

নির্দিষ্ট দিনে আর্চবিশপ আসলেন। আমরা তাকে নিয়ে বাউশা-কুমুরিয়া গ্রামে গেলাম। গ্রামের প্রবেশদ্বারে একটা সুন্দর গেইট তৈরী করা হয়েছে। গেইট থেকে ১২ জন যুবক ভাই (একই রকম পোশাকে) ও ১২ জন যুবতী (একই রকম পোশাকে) কীর্তন করতে করতে আমাদের নিয়ে গেল যজ্ঞবেদীর কাছে। সামীয়ানার নীচে আমরা বসলাম। যুবক যুবতী ভাই বোনেরা আরও একটা কীর্তন করলো। কীর্তন চলাকালে আর্চবিশপ মহোদয় আমার কানে কানে বললেন, "আমি অনেক কীর্তন দেখেছি, কিন্তু এতো সুন্দর কীর্তন কোথাও দেখি নি।" তার পর সবকিছুই সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হলো। খ্রিস্টযাগ, ছেলে মেয়েদের প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ ইত্যাদি। খ্রিস্টভক্তগণ ধীরে ধীরে বাড়ীতে চলে গেল। অবশেষে আমরা ১০/১২ জন খেতে বসলাম। বিজয় বাবুর স্ত্রী প্রমিলা শুকরের দু'রকম তরকারী ও ডাইল রান্না করেছে। পেটের অসুবিধার জন্য আর্চবিশপ শুধুমাত্র ডাল দিয়ে ভাত খেলেন। এই খবর শোনে প্রমিলাদি কান্নাকাটি করতে লাগলো। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে গেলাম। আমাকে দেখে প্রমিলাদি বকাবকি করতে লাগল, " আপনি কেন আমাকে ভালোমত বলেন নি? আজকে আমাদের যিনি শ্রা (প্রধান অতিথি) তিনি কেবল ডাল দিয়ে ভাত খেলেন।" আর্চবিশপও দুঃখ পেলেন।

এর দু' মাস পরে আর্চবিশপের একটা চিঠি পেলাম। তিনি লিখলেন, তিনি আবার ঐ গ্রামে মিসা দিতে চান এবং খাওয়া দাওয়াও করবেন। আমি আবার ঐ গ্রামে গেলাম সব বন্দোবস্ত করতে এবং যুবা ভাই বোনদের বললাম "তোমাদের কীর্তন আর্চবিশপ মহোদয় এতই পছন্দ করেছেন যে, তিনি আবারও আসবেন। এবার তোমরা তিনটা কীর্তন করবে"। আর্চবিশপ আসলেন, কীর্তন হলো- তিনটা কীর্তন হলো। খ্রিস্টযাগও সম্পন্ন হলো। তারপর খাবারের সময় আমি বুঝতে পারলাম আর্চবিশপ আবার কেন আসলেন। এবার বিজয় বাবুর স্ত্রী ২/৩ রকমের মাছের তরকারী রান্না করেছে, কোন মাংসের ব্যবস্থা করেননি। খেতে বসে আর্চবিশপ আমাকে বললেন "বিজয় বাবুর স্ত্রীকে ডেকে আনেন।" তাকে ডেকে আনা হলো। আর্চবিশপ তাকে বললেন, " মা, তুমি ইচ্ছে মত আমার প্লেটে তরকারী দিয়ে দাও"। প্রমিলাদি তো অঝোরে কান্না, আনন্দাশ্রু অবশ্যই। আর্চবিশপ কখনো কাউকে আঘাত দিতে চাইতেন না।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল রোববার বিকেলে শ্রদ্ধেয় ফাদার আন্তনী (হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর পুরোহিত) মারা যান। রমনা বিশপ হাউসে যোগাযোগ করায় আমাদের বলা হলো পরের দিন সোমবার বিকেল ৪টায় খ্রিস্টযাগ ও কবরের ব্যবস্থা করতে। আর্চবিশপ সিলেট থেকে রমনায় ফিরে এসে ফাদার জিমারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে হাসনাবাদ রওনা হলেন সাইকেল যোগে। আর্চবিশপ এতো ক্লান্ত হয়ে পড়লেন যে, নবাবগঞ্জ এসে তিনি আর সাইকেল চালাতে পারলেন না। তখন একটা নৌকা ঠিক করে আসতে লাগলেন। ফাদার জিমারম্যান সাইকেলে এসে আমাদের বললেন, মিসা একটু দেরীতে হবে, কারণ আর্চবিশপ নৌকা করে আসতেছেন। আর্চবিশপ পৌঁছালেন প্রায় সাড়ে চার টায়। আমি তাঁকে বললাম "আপনি তো অনেক ক্লান্ত, একটু কফি খেয়ে নিন।"

তিনি আমাকে উত্তর দিলেন "one burial is enough today" তারপর তিনি খ্রিস্টযাগের পোষাক পড়ে খ্রিস্টযাগ আরম্ভ করলেন । সব কিছু করার পর আমি তাঁকে খাওয়ার ঘরে নিয়ে কফি খেতে দিলাম এবং বললাম, "one burial is enough today" আপনার এই কথার অর্থতো আমি বুঝলাম না। তখন তিনি আমাকে বললেন,"আমি এতো ক্লান্ত ছিলাম যে আমার মনে হলো আমি মরে যাবো" । নিজের কষ্টকে তিনি কিভাবে বহন করতেন, তারই একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ।

১৯৭৭ খ্রিস্টব্দের জুন মাসে এক রাতে কয়েকজন চোর গির্জায় প্রবেশ করে, প্রসাদসিন্ধু ভেঙ্গে ২টা পানপাত্র চুরি করে। গির্জার বাইরে এসে যখন তারা বুঝল যে, এগুলো স্বর্ণের না, তখন তারা কম্যুনিয়ন/হোস্টগুলো বাগানে ফেলে দিয়ে এবং পানপাত্র দুটো ভেঙ্গে রেখে চলে গেলো। অতপর আর্চবিশপের পরামর্শে আমরা একঘন্টার জন্য ক্ষতিপূরণের প্রার্থনা ও পবিত্র ঘন্টার ব্যবস্থা করলাম। আর্চবিশপও আসলেন। যথারীতি প্রার্থনা ও আরাধনা চলছে। শেষাংশে সর্বজনীন প্রার্থনা হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যক্তি উদ্দেশ্য প্রার্থনা বলছে। হঠাৎ আর্চবিশপ মহোদয় দাঁড়িয়ে এই প্রার্থনা করলেন, "হে প্রভু যিশু, তোমাকে যে অপমান করা হয়েছে, আমি যদি কোনভাবে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী থাকি, তাহলে আমি সবার সামনে তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই ।" কত নম্রতা প্রকাশ করলেন ।

বিশপ পদে অভিষিক্ত হওয়ার বছর খানিক পরে টি এ গাঙ্গুলী বান্দুরা আসেন এবং দেখতে পান একজন বৃদ্ধ শিক্ষক দাঁড়িয়ে আছেন। এই শিক্ষক শ্রদ্ধেয় বিশপকে প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বিশপ মহোদয় তখনই গাড়ী থেকে বের হয়ে ঐ শিক্ষকের পদধূলি নিলেন এবং বললেন, "স্যার আমি আপনার সেই ত্যাতন (বিশপের বাল্যকালে বাড়ীর নাম) । বৃদ্ধ শিক্ষক তাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, "আমার সেই আদরের ত্যাতন এখন কতো বড় হয়েছে।" নম্রতা ও গুরুভক্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

আসুন, আমরা প্রার্থনা করি, জোর দিয়ে প্রার্থনা করি তিনি যেন তাড়াতাড়ি ধন্যশ্রেণীভুক্ত হন ও পরে সাধু বলে ঘোষিত হন॥

DHAKASTHA RANGAMATIA DHARMAPALLI CHRISTIAN BUHUMUKHI SAMABYA SAMITY LTD.

ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড

(স্থাপিত : ২৫-১০-৯২, রেজিঃ নং - ৭৯৪/২০০৭)

TEJGAON CHURCH COMMIUNITY CENTER (1ST fLOOR)
9, TEJKUNIPARA, TEJGAON
DHAKA-1215, BANGLADESH
CELL : 01763-433181

তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (২য় তলা)
৯, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও
ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ

সূত্র নং : ঢা:রা:ধ:খ্রী:ব:স:স:লি:/সম্পাদক/২০২১/০৮ তারিখ: ২১/০৮/২০২১ খ্রিঃ

২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ"-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১০ সেপ্টেম্বর'২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০:৩১মিনিটে ইয়ানতুন চাইনিজ এন্ড থাই রেষ্টুরেন্ট, ৫০ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ এ সমিতির ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় সমিতির সকল সদস্য-সদস্যাদের যথাসময় উপস্থিত হয়ে সভাকে সার্থক ও সাফল্যমন্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সভার স্থান : ইয়ানতুন চাইনিজ এন্ড থাই রেষ্টুরেন্ট
৫০, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
সভার তারিখ : ১০ সেপ্টেম্বর' ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময় : সকাল ১০:৩১ মিনিট

ধন্যবাদান্তে-

জুয়েল প্রনয় রিবেরু
সম্পাদক
"ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ"

বিদ্রঃ সরকারি বিধি মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে হবে।

বিজ্ঞ/২২৯/২১

২১তম মৃত্যুবার্ষিকী

স্তুতি বৃজেট গমেজ

জন্ম : ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২২ আগস্ট, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

মোর একটি কুসুম
ক্ষণিকের ভুলে,
পাষাণ দেবতা
নিয়ে গেছে তুলে ।
একুশটি বছর পরে
আজো মনে পড়ে,
আছো তুমি সবার হৃদয় জুড়ে
আছো মনের গভীরে॥

অনেক অনেক আদর, ভালোবাসা ও চুমু

মা-বাবা: পল্লিকা ও আলেকজান্ডার গমেজ
ভাই বোন : ঐশী, অর্ঘ্য ও দ্যুতি গমেজ

বিজ্ঞ/২২৯/২১

মা-মারীয়ার জন্মতিথি ও সেনাসংঘ দিবস

আগামী ৮ সেপ্টেম্বর, রবিবার মা-মারীয়ার জন্মতিথি ও 'সেনাসংঘ দিবস' । মা মারীয়ার জন্মদিন মারীয়ার সেনাসংঘের জন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন । তাই বাংলাদেশের সকল সেনাসংঘের সদস্য-সদস্যা ভাইবোনদের যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য ঢাকা কমিশিয়ামের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুরোধ জানানো হচ্ছে ।

মা-মারীয়ার জন্মদিন ও সেনাসংঘ দিবস সকলের জন্য বয়ে আনুক শান্তি সমৃদ্ধি ও মা মারীয়ার আশীর্বাদ ।

ধন্যবাদান্তে,

ঢাকা কমিশিয়ামের সকল সদস্য-সদস্যাবৃন্দ
ঢাকা, বাংলাদেশে

বিদ্রঃ প্রত্যেক প্রেসিডিউম একত্রে তাদের সদস্য ও সদস্যাদের নিয়ে আনন্দের সাথে মা-মারীয়ারশুভ জন্মদিন উদ্‌যাপন করবেন ।

বিজ্ঞ/২২০/২১

একজন ঈশ্বর সেবক পুণ্যাত্মার কথা

যোসেফ শরৎ গমেজ

বাংলাদেশে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের সংখ্যাই বেশী। যদিও সিএসসি, জেজুইট, অবলেট, পিমে, জেভেরিয়ান, ফ্রান্সিসকান ও আরও অনেক সম্প্রদায়ের যাজকগণ আছেন, তবে যাজক যাজকই। তিনি যে সম্প্রদায়েরই হোন না কেন, সত্যের অনুসন্ধানে তার জীবন গ্রোথিত। ধর্মপল্লীর সকল জনগণের কাছে তিনি হবেন দয়া, করুণা ও সমবেদনার ব্যক্তি। তিনি প্রার্থনার মানুষ। পালকীয় সেবাকাজ তার পবিত্রতার পথ। সর্বোপরি, নিজেকে ও অন্যকে পুণ্যতার পথে পরিচালনা করবেন। বর্তমান পৃথিবী ভোগবাদে ডুবে আছে। সারা পৃথিবী ভোগে মত্ত। মানবতাবোধ, আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্মিষ্ঠতা এসব কিছু লোপ পেতে শুরু করেছে। পৃথিবীর অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসছে। মন্দতায় ভরে গেছে সারা পৃথিবী। সততা, ন্যায্যতা মুখ থুবরে পড়ছে। এমনি ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও আমাদের যাজকগণ খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও পালকীয় কাজ করে যাচ্ছেন শুধু বিশ্বাসের জোরে। খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাসের ধর্ম। পবিত্র বাইবেলে যিশু বলেছেন, "আমার পিতার কাজ যদি আমি না করি, তবে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু যদি করি, তবে বিশ্বাস না করলেও আমার কাজগুলি অন্তত বিশ্বাস করুন।" যিশু যে কাজ করেছেন পৃথিবীতে সেই কাজ কেউ কোনদিন করেনি। যিশুর কাজের মধ্যে প্রধান কাজগুলো ছিল মন্দআত্মা তাড়ানো, অসুস্থকে সুস্থ করা, মৃতকে জীবন দান করা। যিশু তাঁর ঐশরিক ক্ষমতা শিষ্যদের দান করে গেছেন এবং শিষ্যদের মধ্যদিয়ে যাজকগণ ক্ষমতা লাভ করেছেন। বর্তমান ভোগবাদ পৃথিবীতে যাজকগণ সকলেই যিশুর দেওয়া ঐশরিক ক্ষমতা প্রয়োগে সফলতা পান না। কিন্তু যারা সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন তারাই ঈশ্বর সেবক, তারাই পুণ্যাত্মা। আজ আমি এমন একজন পুণ্যাত্মা (ঈশ্বরের সেবক) এর কথা বলতে চাই, যিনি যিশুর দেওয়া ঐশ্বরিক ক্ষমতায় ক্ষমতাবান ছিলেন এবং এখনও আছেন।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ইস্টার সানডের সময়ের কথা। আমার বাড়ীতে দু'টো বড় বড় ঘর ছিল। একটাতে আমার মা, ছোট ভাই ডমিনিক ও ছোট বোন ডরথিকে নিয়ে থাকতেন। অন্যটিতে আমি থাকতাম। ৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি আমার এই ঘরটিতে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডা দিতাম। নয় মাস যুদ্ধের পর আমি ঢাকায় চলে আসি এবং আমার কাজে যোগ দেই। আমি যখন ঢাকায় থাকি তখন আমার এই ঘরটি তালাবদ্ধ থাকতো। আমি ছুটিতে বাড়ী এলে এই ঘরেই থাকতাম। এমনি করে এক বছর পার হয়। একদিন আমি ছুটিতে বাড়ী এলাম রাতে খাবার সময় মা আমাকে বলল, "অনেকদিন ধরে একটা কথা তোকে বলব বলে ভাবছি, কিন্তু তোকে আর বলা হয়

না"। আমি খেতে খেতে বললাম, কি কথা বল? মা বলল, "তুই ঢাকা চলে যাবার পর, আমি তো তোর ঘর পরিষ্কার করে তালা দিয়ে রাখি। কিন্তু মাঝে মাঝে রাতে চোরের উৎপাত হয়। দিনের বেলা আমি মাঝে মাঝে ঘরের ভিতর গিয়ে দেখি, ঘরের জিনিসপত্র সবই ঠিক আছে, তাই আর তোকে বলা হয় না। ইদানিং এই উৎপাতটা অনেক বেড়েছে। আমার কাছে বিষয়টা অন্যরকম বলে মনে হল। প্রায় রাতেই আমি বিভিন্ন রকম শব্দ শুনতে পাই। কিন্তু কোন মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পাই না। তাই আমি ভাবছি আমাদের দুই ঘর ফাদার ডেকে আশীর্বাদ করলে ভাল হয়। আমাদের দুই ঘরই কিন্তু যিশুর হৃদয়ের সিংহাসন ওয়ালা ঘর। বহু বছর এই ঘরগুলো আশীর্বাদ করা হয় না।" আমি মায়ের কথা শুনি কিন্তু কিছু বলি না। এইভাবে আরও কিছুদিন পরে ইস্টার সানডে উপলক্ষে বাড়ীতে আসি। মায়ের মুখ দেখে বুঝতে পারলাম মা আমার উপর ভীষণ রেগে আছে। দুপুরে খাবার সময় মা আমার উপর একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল, "তুই আমার কথা যদি না শুনিস তবে আমি বাড়ীতে থাকবো না। আমি বাড়ী থেকে চলে যাব।" মায়ের কথায় আমি চমকে উঠি। খাবার শেষে শান্ত গলায় বললাম, আচ্ছা তোমার সমস্যাটা কি সেইটা বল। মা আমার কথা শুনে আরও রেগে উঠল - বলল, "এতদিন যাবৎ তোকে বলছি, তুই আমার কথা কানেই নিস না। এককথা কতবার বলা যায়। আমি মাকে শান্ত করার জন্য বললাম, ঠিক আছে তুমি আরেকবার বল। মা বলল, গত ৫ দিন যাবৎ আমি রাতে ঘুমাতে পারি না। রোজ রাতে দুইটার পর তোর ঘরে প্রচন্ড শব্দ শুনতে পাই। মনে হয় কেউ ঘরে ঢুকে ঘরের সব জিনিসপত্র তছনছ করছে। মাঝে মাঝে মনে হয় ঘরের সব টেবিল, চেয়ারগুলো টেনে বার করে নিয়ে যাচ্ছে। আমি আমার ঘরে তোর ছোট ভাই আর ছোট বোনকে নিয়ে থাকি। ওরা তো অঘোরে ঘুমায়, ওরা কিছুই জানে না। আমি একা মানুষ এতবড় বাড়িতে একা থাকি, আমারও তো ভয় হয় একা বের হলে কেউ যদি কোন কিছু দিয়ে আঘাত করে তাই ঘরে বসেই আমার ঘরের টিনের বেড়া জোরে জোরে লাঠি দিয়ে বাড়ি দেই, আর দুরো দুরো করি। তখন মুহূর্তের মধ্যেই সবরকম শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আবারও ওই রকম শব্দ করে। আমি আবারও আমার ঘরের টিনের বেড়ায় শব্দ করি। এভাবেই আমার রাত কাটে। সকালে উঠে দেখি তোর ঘরের দরজায় তালা ঠিকই আছে। ঘরের পেছনে গিয়ে দেখি কোন কিছু ভাঙ্গা বা খোলা নেই। গত পরশু রাতে সেই একই ঘটনা ঘটে। রাত তখন দুটো বেজে গেছে। হঠাৎ আবার সেই শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি উঠে বসি, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবার সেই শব্দ শুনতে পাই এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার টিনের বেড়ায় আওয়াজ করি এবং দুরো দুরো করি। এবার মনে হল, ঘরের টেবিল চেয়ার সব টেনে বার করে নিয়ে যাচ্ছে। এবার আমি চিৎকার করে বললাম, কে? কে ওই ঘরের মধ্যে? আমার

চিৎকারে তোর ছোট ভাই ডমিনিক ঘুম থেকে জেগে উঠে আমাকে বলে, "কি হয়েছে মা, তুমি কাকে ডাকছো?" আমি বললাম উঠ, তোর দাদার ঘরে চোর ঢুকেছে। আমি আমার ঘরের হারিকেন বাতিটার আলো বাড়িয়ে দেই, তারপর ডমিনিককে নিয়ে ঘরে থেকে বেড়িয়ে ঘরে তালা লাগাই। তারপর একহাতে ডমিনিককে ধরি অন্যহাতে হারিকেন নিয়ে সাহসে ভর করে তোর ঘরের দরজার কাছে যাই। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি তোর ঘরের দরজায় তালা লাগানো আছে। তালা খুলে ঘরর ভিতর ঢুকে দেখি, ঘরের জিনিসপত্র সব যেখানে যেটা থাকার কথা সব ঠিকঠাক আছে। টেবিলের ওপর বইগুলো একপাশে অন্যপাশে হারিকেন বাতিটা রাখা আছে। ঘরের পশ্চিম কোনে দু'বস্তা ধান রেখেছিলাম, সেগুলোও ঠিকঠাক আছে। আমি ঘর বন্ধ করে দরজায় তালা লাগিয়ে আমার ঘরে ফিরে আসি। এখন তুই বাড়িতে এসেছিস, তুই ফাদারের কাছে যা। আমাদের ঘরদুটো আশীর্বাদ করার জন্য বল।" আমি মায়ের কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মাকে বললাম, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি। আজই আমি ফাদারের সাথে কথা বলব। তবে আমি এত বছর যাবৎ একা ওই ঘরে থাকি, আমি তো কোনদিন কোন শব্দ বা মানুষের চলাফেরার আওয়াজ শুনিনি। মা আমার কথা শুনে বলল, "তুই বুঝতে পারবি না, কারণ এরা অন্ধকার জায়গায় বা পরিত্যক্ত ঘরে চলাফেলা করে। বিকেলে ৫ টার দিকে মিশনে গেলাম ফাদারের সাথে কথা বলতে। তখন আমাদের মিশনে ফাদার যোসেফ দত্ত ছিলেন পাল-পুরোহিত। অত্যন্ত সাদা মনের মানুষ। আমার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক। আমি ফাদারকে বিষয়টি বুঝিয়ে বললাম, আমার কথা শুনে ফাদার বললেন, তোমার মা যা বলেছে, তা হতেই পারে। এটা অসম্ভব কিছু না। এখন তুমি কি চাও? আমি বললাম, মা বলেছে আপনি গিয়ে ঘরদুটো আশীর্বাদ করে দিবেন। আমার কথা শুনে ফাদার বললেন, "ঠিক আছে, আগামীকাল শনিবার বিকেল ৫ টার সময় যাবো।" আমি বললাম, ঠিক আছে ফাদার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আমি তাহলে আসি। আমি ফাদারের অফিস থেকে বের হবার আগেই ফাদার পিছন থেকে আমাকে ডেকে বললেন, "তুমি এক কাজ কর। প্রভু আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী এসেছেন। তুমি তাকে অনুরোধ কর। তিনিও আমার সাথে যাবেন।" ফাদারের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে ফাদারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ফাদার বললেন, "কি হল, তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারনি!" আমি বললাম, আমি বুঝতে পেরেছি ফাদার। তবে আমি ভাবছি, বিশপ মহোদয় কি আমার বাড়িতে যাবেন, আমার ঘর আশীর্বাদ করতে। ফাদার বললেন, "বলেই দেখ না।" আমি জানতে চাইলাম, প্রভু বিশপ কোথায়? বাগানের পূর্ব পাশে উত্তর দক্ষিণের রাস্তায় হাঁটাহাটি করছেন। আমি বাগানের দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখি, বিশপ মহোদয় আমার দিকেই এগিয়ে আসছেন। কাছে আসতেই আমি যিশু প্রণাম প্রভু বললাম। বিশপ মহোদয় মিষ্টি করে হেসে উত্তর দিলেন, "যিশু প্রণাম"। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললাম, আগামী বিকেলে ফাদার যাবেন আমার বাড়ীতে ঘর আশীর্বাদ করতে। আপনি কি যাবেন? আমার কথা শুনে বিশপ মহোদয় হাসিমুখেই বললেন, "ঠিক আছে যাব"। এককথায় বিশপ মহোদয় রাজি হয়ে যাবেন আমি ভাবতেই পারিনি। বাড়ীতে এসে মাকে বললাম, আগামীকাল বিকেল ৫ টায় ফাদার আসবেন ঘর আশীর্বাদ করতে। সাথে আর্চবিশপ মহোদয়ও আসবেন। আর্চবিশপ মহোদয়ের কথা শুনে আমার মা বিশ্বাসই করতে পারছিল না, "তাই বারবার আমাকে বলেছে তুই মিথ্যা কথা বলছিস, বিশপ আসবেন আমার বাড়িতে ..... ? আমি কোন উত্তর দেই না, মনে মনে হাসি আর বলি, আগামীকাল বিকেলেই বুঝতে পারবে।

আর্চবিশপ মহোদয় আমাদের বাড়িতে এসে ঘর আশীর্বাদ করবেন এ কথাটা বিশ্বাস করেছে কিনা জানিনা, তবে রাতে খাবার সময় আমাকে বলল, কাল সকালে বান্দুরা বাজার থেকে দুই রকমের মিষ্টি নিয়ে আসবি। বিকেল ৫টা বেজে গেল ফাদার এলেন না। সন্ধ্যা ৬ টার সময় মা আমাকে ডেকে এমন রাগ দেখাল যে আমি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে পড়ি। মা এক পর্যায়ে বলেই ফেলল, "তুই ফাদারকে বলিসনি, তুই আমাকে সব মিথ্যা কথা বলেছিস। সন্ধ্যার পর ফাদারদের মিশন ছেড়ে কোথাও যাবার নিয়ম নাই।" আমি মায়ের কথায় কোন উত্তর দিলাম না। মনে মনে বললাম, আমার বাড়ি থেকে মিশন মাত্র তিন মিনিটের পথ। ফাদার চাইলে এখনও আসতে পারেন। তাছাড়া, গরমকাল - সাতটার আগে অন্ধকার হয় না। আমি বারান্দায় বসে অপেক্ষা করছি। এখনও অন্ধকার হয়নি, আমি তাকিয়ে আছি বাইরের পথের দিকে। হঠাৎ দেখি দু'জন লোক আমার বাড়ির পথ দিয়ে উঠে আসছে। আমার ঘরের সামনে আসতেই বুঝতে পারলাম, আর্চবিশপ মহোদয় এবং ফাদার এসেছেন। মা তাড়াতাড়ি তাদের বসার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তারা বসলেন না, ফাদার ছোট একটা বই বিশপ মহোদয়ের হাতে দিলেন। তারা দু'জনেই ঘরের ভিতর আলতারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলেন। তারপর আশীর্বাদ করে পবিত্র জল ছিটিয়ে দিলেন। এভাবে দু'টি ঘরই আশীর্বাদ করে পবিত্র জল ছিটিয়ে দিলেন এবং ঘরের বাইরেও পবিত্র জল ছিটিয়ে দিলেন। তারপরে তারা বারান্দায় বসে চা-মিষ্টি খেলেন এবং অনেকক্ষণ দুইজনে বসে গল্প করে চলে গেলেন। আমিও পরের দিন ঢাকা চলে যাই।

এর দু'সপ্তাহ পরে ঈদের ছুটিতে বাড়িতে এলাম। মা আমাকে দেখে মিটমিট করে হাসছে আর বলছে, "দেখেছিস বাড়িতে একেবারে বরফ পড়েছে"। মায়ের কথা শুনে বললাম, বরফ পড়েছে মানে। মা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "বাড়ি একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে। রাতে এখন আর কোন শব্দ নেই। কোন জিনিসপত্রের টানাটানিও নেই। একেবারে শান্তি, শান্তি আর শান্তি।

আমার এই ঘটনার কথা অনেককেই বলেছিলাম। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করেছে, আবার কেউ কেউ করেনি। ঘটনাটি দেখা যাওয়ার মতো কিছু ছিল না, তাই হয়তো বিশ্বাস করেনি। যা দেখা যায় না, তা মানুষ সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। আমি বিশ্বাস করেছি আমার মাকে দেখে। মায়ের মনে যে ভয় আর দুশ্চিন্তা ছিল, যা আর্চবিশপ মহোদয়ের আশীর্বাদের ফলে দূর হয়ে গেছে। মায়ের মন আনন্দ উল্লাসে ভরে উঠেছে। আমরা বিশ্বাসেই খ্রিস্টান। আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের ধর্ম। যিশুর উপর বিশ্বাসই আমাদের ধর্মের মূল কথা। যাজকগণ অভিষেকের সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। যিশুর মত অভিষিক্ত হন তারা। তবে কোন ক্ষেত্রে বিশ্বাসের দুর্বলতায় অনেকেই সেই ক্ষমতা প্রয়োগে সফলতা লাভ করতে পারেন না। যারা সেই ক্ষমতা প্রয়োগে সফল হন তারাই অপর খ্রিস্ট।

আমার এই ঘটনা দেখেছে, আজ এমন কেউ জীবিত নেই। আমার মা নেই, শ্রদ্ধেয় ফাদার যোসেফ দত্তও নেই, ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীও নেই। জীবিত আছি আমি আর আমার বিশ্বাস। আমি দেখেছি, শুনেছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি - আমার সাক্ষ্য সত্য।

"হে সদাপ্রভু আমাদের সমস্ত অন্তর দিয়ে
আমরা তোমার গৌরব করবো
আর তোমার সব আশ্চর্য কাজের কথা
বলবো"

- গীত সংহিতা ৯ ৯

স্মৃতিতে ভাস্বর থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী

তার্সিসিউস গমেজ

ঈশ্বরের সেবক মহান টি এ গাঙ্গুলী ঢাকা মহা-ধর্মপ্রদেশের ঐতিহ্যবাহী ধর্মপল্লী হাসনাবাদের সুযোগ্য সন্তান। যিনি চিন্তা-চেতনায় জীবন-যাপন, আচরণ ও সৃষ্টিশীলতায় খাঁটি বাংলাদেশী। ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী পুণ্যতা, অমায়িকতা, নম্রতা সর্বোপরি ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের কারণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকলে তাঁকে সাধু বলেই বিবেচনা করে। তার মৃত্যুর ২৯ বছর পর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর বিশ্বজনীন মণ্ডলী তাঁকে ঈশ্বরের সেবক উপাধিতে ভূষিত করেন। উল্লেখ্য, ঈশ্বরের সেবক সাধু শ্রেণীভুক্তকরণের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া সমাপ্তি করে "সাধু শ্রেণী-ভুক্ত হবেন, তা আমাদের সকলের প্রত্যাশা। আশাপ্রদ দিক হলো, ইতোমধ্যে ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বিষয়ে ধর্মপ্রদেশীয় অনুসন্ধানের কাজ সমাপ্ত করে পোপ মহোদয়ের দপ্তরে রিপোর্ট ও দলিলপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। গোটা মণ্ডলী এখন গভীর আগ্রহে প্রত্যাশা করছে ঈশ্বরের সেবক পর্যায় থেকে যেন তিনি পরবর্তী ধাপে (পূজনীয়) উন্নীত হতে পারেন।

বিগত দেড় বছর যাবৎ বৈশ্বিক মহামারী-কালে করোনাভাইরাস, ডেঙ্গু জ্বর, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইয়াস এবং সর্বনাশা বন্যার কবলে বানবাসী অসহায় মানুষ যখন দিশেহারা, তারই মাঝে এলো সেই মহা মানবের ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণ দিবস। সেপ্টেম্বর ২, ১৯৭৭ ধ্যানী জ্ঞানী মহামানব ঈশ্বরের সেবক টিএ গাঙ্গুলীর মহাপ্রস্থানের চির স্মরণীয় দিবস। মায়া-মমতা, স্নেহ ভালবাসা সেবার আদর্শের সুমহান কাণ্ডারী টিএ গাঙ্গুলীর স্মরণ উৎসব এবার হয়তো আড়ম্বরের সাথে পালন করা সম্ভব হবে না। কেননা কোভিড-১৯ মহামারী সকল মানব সংকটের ঊর্ধ্বে এবং তা বিশ্ববাসীর প্রায় সকলে কম বেশি প্রভাবিত।

ঈশ্বরের সেবক টি এ গাঙ্গুলীর পরিবারটি ছিল যেন নাজারেথের ক্ষুদ্র পরিবার। জেভিয়ার গাঙ্গুলী, অমল গাঙ্গুলী ও বিমল গাঙ্গুলী তিন ভাই এর জীবনটা ছিল অনেক বেশি বর্ণিল ও বর্ণাঢ্য। বড় ভাই জেভিয়ার গাঙ্গুলী ছিলেন পরিবারে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। যদিও তিনি ভারতে থাকতেন, তিনি ছিলেন পরিবারের প্রধান অভিভাবক এবং পরামর্শক ও সিদ্ধান্তদাতা। বড় ভাই ছিলেন বিশপের চেয়ে ৮ বছরের বড়। তিনি পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন হাসপাতালে মেডিকেল সুপাররূপে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসের ৮ তারিখে ব্যান্ডেল গির্জা দর্শণ ও প্রার্থনা শেষে বাসে করে কোলকাতা ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন এবং নীলরতন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নভেম্বর মাসের ৭ তারিখে মারা যান।

ছোট ভাই বিমল গাঙ্গুলী পড়াশুনা শেষ করেন ভারতে। সেখান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ভারতেই ছিলেন। গান বাজনা এবং অভিনয় ও লেখালেখির প্রতি তার ভীষণ ঝোঁক ছিল। তিনি ভারতে প্রখ্যাত অভিনয় শিল্পী ছবি বিশ্বাসের সাথে মঞ্চে অভিনয় করেছেন।

পরিবারের সাথে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। ব্যক্তিগতভাবে নিজ পরিবারের লোকজনের খবরাখবর নিতেন। কোন কাজে হাসনাবাদ ধর্মপল্লী বা বান্দুরা সেমিনারীতে গেলে ফাদারের বাবুর্চিকে বাড়ীতে খবর পাঠাতেন। "নিপুর মাকে বলেন আমি এসেছি বাড়ীতে এসেই খাব, মাছ ও পাটশাকের ঝোল চিংড়ী মাছ দিয়ে"। ভাতিজা ভাতিজীদের খুবই ভালবাসতেন ও স্নেহ করতেন।

আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী সাইকেল চালাতে খুব পছন্দ করতেন। তখনকার দিনে ঢাকা থেকে বান্দুরা আসতে ছয় সাত মাইল দূরে ধলেশ্বর নদীর পাড় বালুখন্ড লঞ্চ থেকে নেমে হেঁটে অথবা ঘোড়ায় চড়ে আসতে হতো। আর্চবিশপ এই দীর্ঘ পথটুকু সাইকেল চালিয়ে আসতে পছন্দ করতেন। সবার জন্য তার অন্তর ছিল খোলা। আর্চবিপশ তার চারিত্রীক বৈশিষ্ট্যের ফলে এবং তার আন্তরিক নম্রতা ও সরলতার গুণে প্রদীপ্ত ও সুশোভিত ছিলেন। সদা পর কল্যাণকারী এই আদর্শ কর্ণধারের বিচক্ষণতার হয় না কোন তুলনা। এই সাধু ব্যক্তির গুণের কথা বলতে গেলে সবগুলোই ভাল দিক। কোন মন্দতা তাকে স্পর্শ করতে পারে নাই। ইংরেজী বাংলায় দুটি ভাষায় কথা ও উচ্চারণ ছিল ব্যক্তিক্রমধর্মী। আর তার উপদেশে মানুষ হতো মুগ্ধ। তার তা ছিল জ্ঞানগর্ভ। তার অকাল মৃত্যুতে ভক্তজনদের শুধুই ভাবায় মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে এত আগে কেন তিনি মারা গেলেন। তিনি প্রশাসনিক দুর্বলতায় আক্রান্ত ছিলেন। রাগ করে কাউকে কিছু বলতে পারতেন না। এই দুর্বলতার সুযোগে অনেকে তার সমালোচনা করতো। এক অব্যক্ত বেদনা তাকে এমনিভাবে আক্রান্ত করেছিল। কেননা তিনি সকল ব্যথা বেদনা নীরবে অন্তরে বহন করেছিলেন যা ছিল অসহনীয়। কারণ তিনি এ সমস্ত কারো সঙ্গে সহভাগিতা করতেন না। এ রূপে পুঞ্জিভূত ব্যথা বেদনায় মানুষিকভাবে আক্রান্ত হয়ে শেষে অকালে মৃত্যুবরণ করলেন। নিজের জীবন অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে হলেন তিনি শুভ্র সাক্ষ্যময়।

তিনি খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্য আলোকিত আলো। আলোক বর্তিকা হয়ে তিনি অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। তাকে এখন রোমে সাধু বলে ঘোষণা করুক বা না করুক, তিনি আমাদের কাছে একান্ত সাধু ব্যক্তি জানি চিনি ও সাধু বলে মানি।

মহান ধর্মগুরুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদনে তুলে ধরছি কবিতার চরণ :

ঈশ্বরের সেবক হে মহান টি এ গাঙ্গুলী
লহো প্রণাম, প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এলো ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী তোমার
নিয়ে এসো মোদের তরে আশীষবারি
অপার।

১১ পৃষ্ঠার পর

নিরবে চলে গেলেন ফাদার আলফ্রেড গমেজ

ফাদার আলবাট রোজারিও

"সব কিছুরই একটা রুটিন আছে। শুধুমাত্র মৃত্যুরই কোন রুটিন নেই"। কথাটি যে কত সত্য করোনার এই কঠিন বাস্তবতায় বিষয়টি আমরা আরো বেশি উপলব্ধি করছি। করোনার নিষ্ঠুরতায় জীবন দিচ্ছে কত শত মানুষ। প্রিয়জন হারানোর কান্নায় বাতাস ভারি হচ্ছে। এই ক্রান্তিকালে আমরা কেউ জানি না, বাঁচব কিনা। আমরা বলতে পারি না যে আজকে কথা বলছি, কালকে বলতে পারব কি না। প্রয়াত ফাদার আলফ্রেডের মৃত্যু আমাদেরকে তা-ই বলে। এভাবে আমাদেরকে এতিম করে ফাদার চলে যাবেন ভাবিনি কখনো। ফাদার আলফ্রেড আমাদেরকে শোকস্তব্ধ করে অকস্মাৎ চলে গেলেন।

ক্রস চিহ্নিত ফাদার আলফ্রেড গমেজ

ফাদারের জন্ম তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পিপ্রাশৈর গ্রামে ৫ মার্চ, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর বাবার নাম খাকুরি গমেজ এবং মার নাম ক্যাথরিন কোড়াইয়া। নয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি সবার ছোট। তারা চার ভাই ও পাঁচ বোন। বাবা একজন অতি দরিদ্র কৃষক। গ্রামে একটি মাটির ঘরে এতগুলো ভাইবোন আর বাবা-মা একসঙ্গে থাকতেন। কোন রকমে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটতো তাদের। কৃষি কাজ করে বাবা যা ফলাতেন তাতে কোন রকমে খাবার জুটতো। দারিদ্র কি জিনিস তা তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। খাবার ও পরনে কাপড়েরও সব সময় সুব্যবস্থা হতো না। তাই অনেক সংগ্রাম করেই ফাদারকে বড় হতে হয়েছে। বাবা-মা সামান্য লেখাপড়া জানতেন। তাদের কাছেই ফাদারের পড়াশুনার হাতে খড়ি। এরপর তুমিলিয়া মিশনের আঙ্গিনার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু পরিবারের আর্থিক দৈন্যতার কারণে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। বাড়িতে থাকা গরু-ছাগলের যত্নেও তাকে সময় দিতে হত। ওগুলো মাঠে চরাতে হত। গাভীর দুধ বাজারে গিয়ে বিক্রি করতে হত। এদিয়ে কোন রকম সংসার চলত। ছোটবেলায় ফাদারকে সিস্টার বাড়ীতে কাজ করে অর্থ যোগাতে হত।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে নাগরী সেন্ট নিকোলাস হাই স্কুলে ভর্তি হন। পড়াশুনায় প্রচুর আগ্রহ থাকলেও ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন মোটমুটি। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে নাগরী স্কুল থেকে তৃতীয় বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। ২১ বছর বয়সে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীতে যান। এক বৎসর বান্দুরায় ইংলিশ কোর্স সম্পন্ন করে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ফাদার ইন্টামিডিয়েট সেমিনারীতে যান এবং নটরডেম কলেজে ভর্তি হন। নটরডেম কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ডিগ্রি পাশ করেন। এরপর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বানানী উচ্চ সেমিনারীতে যোগদান করেন। এখানে দর্শন শাস্ত্র ও ঐশতত্ত্ব পড়াশুনার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ পুরোহিত হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিজেকে যুগোপযোগী করে গঠন করেন। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল কর্তৃক ডিকন পদে অভিষিক্ত হন এবং একই বৎসরের ডিসেম্বর মাসের ২৯ তারিখে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিওর দ্বারা যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন।

যাজক হিসেবে ফাদারের প্রথম নিয়োগ ছিল বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লীতে সহকারী পাল-পুরোহিত হিসেবে। বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লীতে দুই বছর থাকার পর তিনি পর্যায়ক্রমে সহকারী ও পাল পাল-পুরোহিত হিসেবে বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে ও সেমিনারীতে সফলভাবে কাজ করেন। ধর্মপল্লীগুলো হলো বালুচরা, রাণীখং, ভালুকাপাড়া, হাসনাবাদ, মাউসাইদ, ধরেণ্ডা, কুমিল্লা, রমনা সেমিনারী, নাগরী, গোল্লা, দড়িপাড়া, কাফরুল, রাঙ্গামাটিয়া ও সর্বশেষ বান্দুরা সেমিনারী।

পালকীয় কর্মকাণ্ডে তিনি ভক্তজনগণের পালকীয় যত্ন এবং তাদের গঠনের উপর গুরুত্ব দিতেন। সংস্কারীয় কাজগুলিতে তাঁর কোন অবহেলা ছিল না, অনেক গুরুত্ব দিতেন। নিয়মিত রোগীদের খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান, সাথে পাপস্বীকার শোনা, পরিবার পরিদর্শন, ঘর আশীর্বাদ, গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিকভাবে সাহায্য করা, বেকারদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা, অভাবীদের আর্থিক সহযোগিতা, সমস্যাগ্রস্থদের কথা শোনা ও সমাধান খোঁজা, ভাসমানদের জন্য খ্রিস্টযাগের ব্যবস্থা করা এইভাবে ফাদার পালকীয় কাজে যত্নবান ছিলেন। ভক্তজনগণকে খ্রিস্টীয় গঠন দানের উদ্দেশে তিনি তার কর্মক্ষেত্রে সভা-সম্মেলন করা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করতেন। পাশাপাশি ধর্মপল্লীর অবকাঠামোর উন্নয়নেরও সম্ভাব্য পদক্ষেপ নিতেন। তিনি যেখানেই দায়িত্ব পেয়েছেন চেষ্টা করেছেন সর্বোচ্চ সেবা দিতে।

ফাদার আলফ্রেড ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু ও প্রার্থনাশীল যাজক। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কর্মী। ভক্তজনগণের মঙ্গল সাধনে সিদ্ধহস্ত। তার সুন্দর প্রৈরিতিক সেবা কাজের জন্য সর্ব মহলে প্রশংসিত। পালকীয় কাজে ফাদার আলফ্রেড কত যত্নবান ও প্রেমময় ছিলেন অনেকগুলো উদাহরণের মধ্যে মাত্র একটি

সত্য ঘটনা তুলে ধরব। ফাদার তখন ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত। রাজাসন গ্রামের এক অসহায় বাবা ফাদারের কাছে এসে জানাল যে তার বিবাহিত মেয়েটি গর্ভবতী এবং অসুস্থতার কারণে খুবই কষ্ট পাচ্ছে। মথুরাপুর মিশনে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিপদ দেখে শ্বশুড় বাড়ী থেকে বাবার বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। ফাদার সব শুনে তাকে কোন চিন্তা করতে না করলেন। ফাদার মেয়েটির পুরো দায়িত্ব নিলেন। প্রভাত' দার মাধ্যমে ফাদার শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডেকে আনলেন। যথাসময়ে মেয়েটি একসঙ্গে তিনটি শিশুর জন্ম দেন। ফাদার তিন জন শিশুর এক বছরের খাবার ও চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সেই শিশুগণ আজ কত বড় হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে ফাদার এই ধরণের সেবা কাজ অনেক করেছেন। তাই ফাদার যদিও আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর সৃষ্টির মাঝে। যা ক্রমশ বিকশিত হয়ে প্রস্ফূটিত বৃক্ষে রূপ নিবে।

ফাদারের জীবনটা ছিল সাদাসিধে জীবন। আমরা একজন ভালো মনের মানুষকে হারিয়েছি। ফাদার আলফ্রেড গণ মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। অসামান্য কৃর্তি তাঁর। তিনি ছিলেন মানুষের মনের রাজা। তিনি মানুষের অন্তর জয় করে অকৃত্রিম ভালবাসা নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি মানুষের মনের ভাষা বুঝতেন। মানুষের ওপর শ্রদ্ধা রেখে সব কিছু পরিচালনা করতেন। মানুষের নয়নের মনি ছিলেন ফাদার আলফ্রেড। জীবিত ফাদার আলফ্রেডের চেয়ে মৃত ফাদার আলফ্রেড আরো বেশি শক্তিশালী। তিনি এমন একজন ফাদার ছিলেন যাকে দেখলেই মন ভালো হয়ে যেত। এক ধরণের মানসিক প্রশান্তি আসতো। তিনি সব সময় মানুষের বিপদে এগিয়ে যেতেন। ফাদারের মৃত্যুতে আজ আমাদের সকলের প্রার্থনা – ভালো থেকো ফাদার অনন্ত ধামে, ভালো থেকো স্বর্গে। ৯

স্মৃতিতে ভাস্বর ...

৯ পৃষ্ঠার পর

করোনা ভাইরাসের এই মহামারিকালে
খেতের শস্য তলিয়ে গেল বানের জলে
নদীর ভাঙন থামে না আর প্রবল স্রোতে
ভেসে গেল আশার প্রদীপ সহায় সম্বল একরাতে।
কে দেবে তাদের সান্ত্বনা প্রাণের আস্তানা
এক নিমেষে সর্বশান্ত, হৃদয় মাঝে গভীর বেদনা।
আজ রাজা, কাল ফকির এই তো বিধির খেলা
ভেবে একবার দেখরে মনা, থাকতে সময় বেলা।
ধনী গরিব, উচুঁ-নিচু, রাজা-প্রজা এবার
কোভিড-১৯ সবার সাথী থাকরে হুশিয়ার।
রক্ষকর্তা আছেন যিনি, মিনতি জানাই
বিপদ-আপদ আছে যত, তার করুণা চাই
দুঃসময়ে ঈশ্বর সেবক রেখো স্মরণে
মোদের তরে করুণা চাই পিতার চরণে।
সেপ্টেম্বর ২ যেন হয় আশীষ ধন্য
সাধু বলে ডাকবো আশায় তুমি অনন্য।।

তথ্যসূত্র : সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে সংকলিত। ৯

পোষ্ট এইচএসসি, ডিগ্রী বা অনার্স পর্যায়ে যারা অধ্যায়নরত

▶ তুমি নিমন্ত্রিত। তুমি কি একজন অবলেট সন্ন্যাস-ব্রতী যাজক বা ব্রাদার হতে চাও?
▶ তুমি কি অবলেট হয়ে জনগণ তথা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও?
▶ তুমি কি এসএসসি, এইচএসসি কিংবা ডিগ্রী পর্যায়ে পড়াশুনা করছো?
▶ যদি তুমি হ্যাঁ বল...... তবে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।
- তোমার ব্যক্তিগত কোন সম্পদ থাকবে না কিন্তু তোমার জীবন ভরে উঠবে অমূল্য সম্পদে।
- তোমার নিজের বলে কোন সময় থাকবে না, কিন্তু তোমার জীবন হবে পূর্ণ।
- ব্রতজীবন একটি আহ্বান, একটি চ্যালেঞ্জ, একটি নিমন্ত্রণ, আরও অর্থপূর্ণ জীবনের জন্যে, দীন-দরিদ্রের মাঝে সুখবর প্রচারের জন্য।

বাংলাদেশ অবলেট সম্প্রদায়ের ফাদারগণ প্রতি বছরের মতো এই বছরও পোষ্ট এইচএসসি, ডিগ্রী বা অনার্স পর্যায়ে যারা পড়াশুনা করছে, তাদের জন্য "এসো, দেখে যাও"এর প্রোগ্রাম আয়োজন করতে যাচ্ছে, যে সকল যুবক ভাইয়েরা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিতে চায়, দয়া করে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রার্থীকে আসার সময় অবশ্যই স্থানীয় পাল-পুরোহিতের চিঠি নিয়ে আসতে হবে।

স্থান: অবলেট জুনিওরেট, ২৪/এ, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

আহ্বান পরিচালক ফাদার পিন্টু কস্তা, ও.এম.আই মো: ০১৮৪৮-১৫৬৬৭০ ০১৭৪২-২৪৯২৪২	ফাদার অনি ডিসি, ও.এম.আই পরিচালক (অবলেট সেমিনারী) মো: ০১৭৪১-৮১৬৪৩২	ফাদার রূপক রোজারিও ও.এম.আই ০১৭৭২-৫৬৩৮৩০ ফাদার সুবাস কস্তা ও.এম.আই মো: ০১৭১৫-০৩৮৮০৬	ফাদার সুবাস গমেজ, ও.এম.আই সুপিরিওর, ডি' মাজেনড স্কলাস্টিকেট মো: ০১৭১৬-৫৮৬৪১৪ ফাদার সাগর রোজারিও ও.এম.আই মো: ০১৭৬৮-৮৮৮৯০৯

বিপ্র/২২৩/২১

যদি তুমি জানতে ঈশ্বরের দান যে কী?

ব্রাদার সিলভেষ্টার মৃধা সিএসসি

প্রারম্ভিক কথা : পিতা ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতায় সর্বদাই সহায়করূপে উপস্থিত। তিনি জীবন্ত ও সদা জাগ্রত ক্ষমতাশালী ঈশ্বরস্বরূপ উপবিষ্ট আছেন। তাঁর আশর্বাদ, অনুগ্রহ, কৃপা, দয়া, ভালবাসা, প্রেম, দয়া, মায়া, মমতা প্রদর্শনে অপরিসীম। শর্ত ও স্বার্থহীন ভাবে অকৃপণ ভালবাসা দানে মহান পিতার কর্তব্য করে যাচ্ছেন। আমদের সংকীর্ণ মন ও অচেতন মনে পিতা পরমেশ্বরের মহান দয়ার কথা উপলব্ধি করতে পারছি না। আমাদের অযোগ্যতা বশতঃ তাঁর কৃপা, ভালবাসা সম্বন্ধে জানার আগ্রহ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। সেজন্যেই প্রশ্ন রাখা হয়েছে-যদি তুমি জানতে ঈশ্বরের দান যে কী ? *(যোহন ৪ : ১০)* অপর দিকে খ্রিস্টে প্রকাশিত ঐশ ভালবাসাই আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র আশা তা অনুধাবন করাই প্রকৃত কাজ। তাই প্রণিধানযোগ্য -আমাদের কাছে ঐশ দান যিনি-তিনি যে আমাদের হৃদয় পরমেশ্বরের ভালবাসায় পরিপ্লুত করেছেন। *(রোমীয় ৫ : ৫)*

ঈশ্বরের দানের উত্তম হলো আশীর্বাদ : প্রথমত উল্লেখ করা যেতে পারে জাতির পিতা আব্রাহামের বিষয়। "আমি তোমাকে এক মহাজাতি করে তুলব, তোমাকে আশীর্বাদ করব ও তোমার নাম মহৎ করব ;তুমি নিজেই হবে আশীর্বাদ স্বরূপ।" *(আদি ১২ : ২)* ঈশ্বর আব্রাহামকে মহাজাতির পিতা এবং বিশ্বাসের পিতা হিসেবে গণ্য করে তাকে আশীর্বাদ করে আব্রাম থেকে আব্রাহাম নামে অভিহিত করলেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদ চেয়ে নেয়ার বিষয়ে সামসঙ্গীত রচয়িতা প্রভুর প্রশংসা করে বললেন, 'জাতিসকল তোমার স্তুতি করুক। পরমেশ্বর , সর্ব জাতি করুক তোমার স্তুতি। এই দেশভূমি দিয়েছে তার আপন ফসল; পরমেশ্বর, আমাদের পরমেশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন।' পরমেশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন, তাঁকে ভয় করুক পৃথিবীর সকল প্রান্ত। *(সাম ৬৭ : ৬-৭)*

পিতা ঈশ্বরের আশীর্বাদে খ্রিস্টের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমরা যে কত আশিসধন্য হয়েছি সে বিষয়ে নব সন্ধিতে সাধু পল স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, ধন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের ঈশ্বর ও পিতা,কারণ খ্রিস্টের আশ্রিত করে তিনি স্বর্গলোকের শত আধ্যাত্মিক আশীর্বাদে আমাদের ধন্য করেছেন। *(এফেসীয় ১:৩)*

রাজা সলোমনের বিষয় আমরা জানি ঈশর তাঁকে যাচঞা করতে বললেন-' তুমি কী চাও? সলোমন যাচঞা করলেন, তোমার এই দাসকে এমনই এক বিবেচনাপূর্ণ অন্তর দান কর,যেন সে তোমার জনগনের সুবিচার করতে পারে ও মঙ্গল- নির্ণয় করতে পারে, । সলোমন যে তেমন যাচঞা রেখেছেন, তাতে প্রভু প্রীত হলেন, তাই পরমেশ্বর তাঁকে বললেন, 'তুমি,যখন এই যাচঞা রেখেছ,এখন নিজের জন্য দীর্ঘায়ু বা ধন-ঐশ্বর্য বা তোমার শত্রুদের প্রাণও যাচঞা করনি,বরং বিচার সম্পাদনে নিজের জন্য বিচার বুদ্ধি যাচঞা করেছ, তখন দেখ, আমি তোমার যাচঞা মঞ্জুর করলাম। দেখ, আমি তোমাকে এমন প্রজ্ঞাময় ও সদ্বিবেচক অন্তর দিচ্ছি যে, তোমার আগে তোমার মত কেউই কখনও হয়নি, পরেও তোমার মত কারও উদ্ভবও কখনও হবেনা। আর শুধু তা নয়, তুমি যা যাচঞা করনি। তাও তোমাকে মঞ্জুর ক রছি-এমন ধন-ঐশ্বর্য ও গৌরব, যার সমান অন্য কোন রাজা নেই । *(১ রাজাবলি ৩ : ৯-১৩)*

প্রভুর অনুগ্রহ লাভের বিষয় : ঐশ অনুগ্রহ পেতে হলে প্রত্যেক ধর্ম বিশ্বাসী মানুষকে হতে হবে নম্র, বিনীত এবং অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশি। মঙ্গলসমাচার লেখক সাধু যোহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাক্য তুলে ধরেছেন। আর তা হল-'তাঁর মহিমা প্রত্যক্ষ করলাম' অপরটি হচ্ছে : সত্যিই তো আমরা সকলে তাঁর সেই পূর্ণতা থেকে লাভবান হয়েছি, লাভ করেছি অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ। মোশীর হাত দিয়ে তো দেওয়া হয়েছিল বিধান,কিন্তু সেই অনুগ্রহ, সেই সত্য নেমে এসেছে যিশু খ্রিস্টেরই দ্বারা। ঈশ্বরকে কেউ কখনো দেখেনি। পিতার হৃদয়ের কাছেই যাঁর আপন স্থান, নিজে ঈশ্বর যিনি, সেই একমাত্র পুত্রই তাঁকে প্রকাশ করেছেন। *(যোহন ১ : ১৪ , ১৭-১৮)*

আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব পালনে যে সফলতা আসে, সে সম্বন্ধে সাধু পল বলছেন, 'পবিত্র আত্মার দেওয়া শক্তি' : খ্রিস্ট মণ্ডলীতে যাকে যে দায়িত্ব বা ভূমিকা দেওয়া হয়েছে, সে যাতে সেই দায়িত্ব বা ভূমিকা যোগ্যভাবে অর্থাৎ 'সকলেরই মঙ্গলের জন্যে'- পালন করতে পারে, সেই জন্যে পবিত্র আত্মা তাকে বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে থাকেন। পবিত্র আত্মার প্রেরণা না পেয়ে কেউই বলতে পারে না যে. ' যিশুই প্রভু' নানা দিব্য দান আছে, তবে যিনি তা দিয়ে

থাকেন, সেই পবিত্র আত্মা কিন্তু এক। নানা সেবা কর্মও আছে,---অন্য কাউকে অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা, অন্য কাউকে প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করার ক্ষমতা, অন্য কাউকে নানা আত্মিক শক্তির স্বরূপ বিচার করার ক্ষমতা,---আপন ইচ্ছামত তিনি এক একজনকে এক এক বিশেষ শক্তি দিয়ে থাকেন। *(১ করি ১২:৩-১১)*

ফিলিপীয়দের কাছে সাধু পল অনুগ্রহ দানের বিষয় খুব সংক্ষেপেই তুলে ধরে বলেছেন আমাদের পিতা পরমেশ্বর এবং প্রভু যিশু খ্রিস্ট তোমাদের অনুগ্রহ-ধন্য করুন, শান্তি-ধন্য করুন। *(ফিলিপীয় ১:২)* যোহনের প্রত্যাদেশ গ্রন্থে প্রভুর অনুগ্রহ যাচঞা করে বলেছেন, প্রভু যিশুর অনুগ্রহ তোমাদের সকলকে নিত্যই ঘিরে রাখুক। *(প্রত্যাদেশ ২২ : ২১)*

প্রভুর অপরিসীম ভালবাসা : আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অপরিসীম ভালবাসা- প্রতিদিনকার জীবনে উপলব্ধি করছি। জন্ম হতে পরিপক্ক হওয়া, জ্ঞানে-বুদ্ধিতে বেড়ে উঠা, জীবনে সফল কাম হওয়া সবইতো পিতা ঈশ্বরের ভালবাসার প্রকাশ। মঙ্গলসমাচারে এ ভালবাসার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

১। পরমেশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন, যাতে, যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, তার যেন বিনাশ না হয়, বরং সে যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন। *(যোহন ৩ : ১৬)*

২। 'যে - কেউ আমাকে ভালবাসে, সে আমার বাণী মেনে চলবে। তাহলে আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন এবং আমার পিতা ও আমি তার কাছে আসব ও তার সঙ্গেই বাস করব। *(যোহন ১৪ : ২৩)*

৩। না, পিতা নিজেই তো তোমাদের ভালবাসেন,কেননা তোমরা আমাকে ভালবেসেছ আর আমি যে পরমেশ্বরের থেকেই এখানে এসেছি, তোমরা তো তা বিশ্বাসও করেছ। *(যোহন ১৬ :৭)*

আমাদের প্রতি খ্রিস্টের ভালবাসা :

১। এই সংসারে রয়েছে যারা, তাঁর সেই সব আপনজনদের তিনি তো বরাবরই ভালবেসে এসেছেন। এবার তাদের প্রতি তিনি তাঁর সেই ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন। *(যোহন ১৩ : ১)*

২। শোন, আমি এখন তোমাদের একটি নতুন আদেশ দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি নিজে যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমাদের তেমনি পরস্পরকে ভালবাসতে হবে। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি ভালবাসা থাকে, তাতেই তো সকলে বুঝতে পারবে, তোমরা আমার শিষ্য। (যোহন ১৩ : ৩৪)

৩। তাহলে খ্রিস্টের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে কে? কোন ক্লেশ বা সংকট,কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে? কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, আমরা ওইসব কিছুর সম্মুখীন হয়েও তাঁরই শক্তিতে তবুও মহাবিজয় লাভ করি। কারণ আমি তো নিশ্চিতভাবেই জানি যে, কোন কিছুই আমাদের প্রভু খ্রিস্ট-যিশুতে নিহিত ঐশ ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না, মৃত্যু ও নয়, জীবনও নয় ; কোন দূত, আধিপত্য বা শক্তি, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন কিছু,উর্ধ্বের বা অতলের কোন প্রভাব কিংবা সৃষ্টি অন্য কোন কিছুও নয়। *(রোমীয় ৮:৩৫-৩৯)*

৪। আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিস্টই জীবিত আছেন। এখন রক্ত -মাংসের দেহে আমি যে জীবিত আছি, সেই ঈশ্বর-পুত্রের প্রতি বিশ্বাস প্রাণ হয়েই জীবিত আছি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন, এমন কি আমার জন্যে আত্মদানও করেছেন। *(গালাতীয় ২ : ২০)*

৫। প্রার্থনা জানাচ্ছি, খ্রিস্ট যেন তোমাদের অন্তরে বাস করেন তোমাদের বিশ্বাসরই গুণে এবং তোমরা যেন ভালবাসার বিস্তার, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও গভীরতা উপলব্ধি করার ক্ষমতা পাবে; পাবে খ্রিস্টের সেই জ্ঞানাতীত ভালবাসারই পরিচয়। আর তাতে তোমরা পূর্ণ হয়ে উঠবে স্বয়ং ঈশ্বরেরই পরম পূর্ণতায়। *(এফেসিয় ৩ : ১৭-১৯)*

৬। হ্যাঁ, তোমরা পরশ্বেরেরই মতো হবার চেষ্টা করো, কারণ তোমরা যে তাঁর স্নেহের সন্তান। তোমরা ভালবাসার পথে এগিয়ে চল খ্রিস্টেরই মতো, তিনি তো আমাদের ভালবেসেছেন; তিনি তো আমাদেরই জন্যে নিজেকে সুরভিত নৈবেদ্য ও বলিরূপে পরমেশ্বরের কাছে উৎসর্গ করেছেন। *(এফেসিয় ৫:১-২)*

আব্রাহামের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও প্রতিজ্ঞা : পুনরায় বিশ্বাসী পিতা আব্রাহাম সম্বন্ধে অতিরিক্ত কয়েকটি বিষয় তুলে ধরছি : আশীর্বাদের আকর আব্রাহামকে ঘিরে ঈশ্বর ৭ টি প্রতিজ্ঞা করেন :

১। তোমার মধ্য থেকে আমি, মহাজাতি সৃষ্টি করব

২। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব

৩। তোমার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে

৪। তোমার মধ্য দিয়ে সকলে আশীর্বাদ পাবে

৫। যারা, তোমার মঙ্গল চাইবে আমি তাদের আশীর্বাদ করব

৬। যে কেউ তোমাকে তুচ্ছ করবে, আমি তাকে অভিশাপ দেব

৭। তোমার মধ্য দিয়েই পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি আশীর্বাদ পাবে। *(আদি ১২ : ২-৩)*

উপসংহার : যদি জানতে ঈশ্বরের দান যে কী, শিরোনামের সঙ্গে লেখার সমস্ত বিষয় বস্তু ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরকে ঘিরে। কেননা প্রতিনিয়ত আমরা বিশ্বাসীবর্গ ত্রিব্যক্তির সাহচর্য, ভালবাসা, অনুগ্রহ, আশীর্বাদের ছত্রছায়ায় জীবন যাপন করি এবং সবচেয়ে বড় কথা বেঁচে আছি করুণা গুণে। বিনামূল্যে সকল অনুগ্রহ এবং দান সমূহ প্রাপ্তি হয়ে কৃতজ্ঞতার ডালি নিয়ে স্তুতিবাদ ও ধন্যবাদ প্রদানই আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

অতএব খ্রিস্টযাগে অংশ গ্রহণ করলে প্রারম্ভিক প্রার্থনায় যাজক বা পুরোহিত যেমন-উচ্চারণ করেন-পিতা পরমেশ্বর ও প্রভু যিশু খ্রিস্ট তোমাদের সকলকে শান্তি দান করুন। তদ্রুপ সকলকে আশীর্বাদ স্বরূপ বলেন : প্রভু যিশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ, পিতা ঈশ্বরের প্রেম এবং পবিত্র আত্মার প্রেরণা তোমাদের মধ্যে বিরাজ করুক। -আমেন।

অর্থাৎ ঈশ্বরের আশীর্বাদ, অনুগ্রহ, প্রভু যিশুর ভালবাসা এবং পবিত্র আত্মার প্রেরণা ও আত্মিক শক্তি ব্যতীত আমরা চলতে যেমন পারি না; তেমনি এসব লাভ করে সামারীয় নারীর মত উচ্চ কণ্ঠে বলতে হবে, গুরু আপনি আমাকে সেই জলই দিন, যাতে আমার আর কোনদিন তেষ্টা না পায়, জাগতিক জলের উপর নির্ভর করে এখানে আর যেন আমাকে জল তুলতে আসতে না হয়। *(যোহন ৪:১০-১৫)*

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর-পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার আশীর্বাদ আমাদের সকলের প্রতি নিত্য বিরাজ করুক।

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এর প্রতিকার

মালা রিবেরু (পামার)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে একজন মানুষ যখন শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ থাকে এবং শারীরিক কোন অক্ষমতা বা অসুস্থ না থাকে তাকে সুস্বাস্থ্য বলে। এখানে স্বাস্থ্য বলতে তিনটি অবস্থানকে বুঝিয়েছে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে আমাদের দেশসহ সারাবিশ্বের স্বাস্থ্য বলতে আমরা শুধু শারীরিক অবস্থানকে গুরুত্ব দেই অথবা বুঝি। মানসিক স্বাস্থ্য কিংবা এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু; আমরা কম লোকই জানি বা যারা অল্পবিস্তর জানে তারা গুরত্ব কম দেই অথবা সামাজিক ভয়ভীতি অথবা লজ্জায় প্রকাশ করিনা। কিন্তু আমরা হয়ত জানিনা শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার পিছনে মানসিক স্বাস্থ্য অনেকটা নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, বলা যেতে পারে, মনে করুন সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনি একটা খুব ভালো সংবাদ পেলেন এবং এর সাথে সাথে আপনার শরীরে খুব আনন্দের অনুভূতি হলো, যা আপনাকে প্রতিটি কাছের প্রতি আগ্রহ তৈরি করবে এবং শারীরিকভাবে কোন ক্লান্তি তৈরি করবেনা, পক্ষান্তরে কোন খারাপ খবর বিপরীত প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে।

মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক অসুস্থতা কি?

মানসিক স্বাস্থ্য হচ্ছে এমন একটা ভালো অবস্থান যেই অবস্থানে একজন ব্যক্তি সে নিজের অবস্থান সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারবে, জীবনে চলার পথে অনেক চাপ আসলে তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং সে যে কাজ করবে বা নতুন কিছু সৃষ্টি করবে তা সমাজের জন্য ভালো কাজে আসবে (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)।

মানসিক চাপ দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

একজন সুস্থ মনের মানুষের মধ্য নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ দেখা যায়, যেমন:

❖ যেকোন পরিস্থিতি মেনে নেওয়া

❖ অন্যকে ভালবাসতে পারবে এবং আনন্দগণ মুহূর্ত উপভোগ করতে পারে।

❖ বিপদকে/জটিল পরিস্থিতিকে সুন্দরভাবে মোকাবিলা করতে পারবে।

❖ ভয়, দুচিন্তা, অপরাধবোধ ছাড়া অন্যকে ভালোবাসতে পারবে।

❖

নিজের কাজের জবাবদিহিতা দেওয়ার মনোবল থাকবে।

❖ আশোভন আচরণ থেকে বিরত থাকার শক্তি থাকবে।

❖ সুন্দর চিন্তাধারা থাকবে, যেমন-

- সমস্যা সমাধানে
- সুন্দর সুবিচারে
- যেকোন কারণ যুক্তি সাথে বিবেচনা করা
- দূরদর্শি মনোভাব
- সৃজনশীলতা

❖ অন্যের সাথে সম্পর্ক থাকবে-

- ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ এবং যেকোন পরিস্থিতি পাশে থাকার মনোবৃত্তি
- অন্যের প্রতি সহমর্মিতা
- যেকোন ঝগড়া বিবাদ ন্যায়তার সাথে মীমাংসা করা

❖ ধর্মীয় কর্মকান্ড সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে

❖ উন্নয়ন কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে

❖ নতুন কিছু করার ইচ্ছা থাকবে

❖ নিজের সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা এবং মূল্যবোধ থাকবে

❖ আনন্দ, খেলাধূলা সম্পর্কে আগ্রহ থাকবে।

একজন মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষের মধ্য নিম্নলিখিত লক্ষনসমূহ দেখা যায়, যেমন:

❖ সিদ্ধান্তহীনতা

❖ সব সসময় হতাশা/দুঃখ

❖ উত্তেজিতভাব/চুপচাপ থাকা

❖ কারো সাথে না মিশে একা থাকা

❖ হঠাৎ করে খাওয়া অথবা ঘুমের ব্যাঘাত/ পরির্বতন

❖ সামান্য ঘটনার অতিরিক্ত রাগ করা

❖ অদ্ভুত চিন্তা

❖ অদ্ভুত জিনিস দেখা/শব্দ শোনা

❖ প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ

❖ আত্মহত্যার প্রবণতা

❖ মদ/ধূমপানে আসক্ত

❖ অন্যের মনোযোগের জন্য কারণ ছাড়া শারীরিক উপসর্গ যেমন: পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা, মানসিক, অসুস্থতা খুব খারাপ ও দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা। যদি আমরা যেকোন সুস্থ মানুষের মধ্যে পরিবর্তন দেখি তাহলে সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত, তা নাহলে পরবর্তীতে আরো গভীর হলে চিকিৎসা আরো কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল হয়ে পরে, কারণ একজন মানসিক অসুস্থ ব্যক্তির সেবা যে কত কষ্টের যে পরিবারে আছে তারাই জানে ॥

কোভিড-১৯ মহামারী ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক শিক্ষা

জনাথ্যান গমেজ

এমন বিষয় আমাদের জীবনে খুব কমই আছে যেখানে কোনো না কোনো-ভাবে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব পড়ে নি। এই বৈশ্বিক মহামারী আমাদের অনেক বিষয়ে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে, ভিন্ন আঙ্গিকে দেখতে শিখিয়েছে। তাহলে আর্থিক বিষয় নিয়ে আমাদের কি শেখার আছে এই মহামারী থেকে?

২০২০ খ্রিস্টাব্দে শুরু থেকেই গোটা বিশ্বের অর্থনীতিকে ভীষণভাবে কাঁপিয়ে তুলেছে এই কোভিড-১৯ মহামারী। লক্ষ লক্ষ মানুষ হারিয়েছে তাদের জীবিকা, কাজের পরিসর কমে গিয়ে উপার্জন বাধাগ্রস্থ হয়েছে, সংকুচিত হয়েছে অনেকের স্বাভাবিক আয়-রোজগার। এমন অসংখ্য পরিবার রয়েছে যাদের আর্থিক পরিস্থিতি দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছে, এবং এখনো তাদের সেই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা ভয়াবহ মহমারীর কবলে একটি দেশের অর্থনীতি মুহূর্তের মধ্যে খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে। কিন্তু খুব অল্প লোকই তেমন দুঃসময়ের জন্য প্রস্তুত থাকেন। প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই ভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধ করা এবং তার অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা-- এই দুইয়ের মধ্যে বিশাল টানপোড়নে রয়েছে। ইতিহাসের যে-কোন অর্থনৈতিক মন্দার মতোই এখন আমরা দেখছি বেতন ও মজুরী কমে যাওয়া, আগের চাইতে বহুগুণ বেশি বেকারত্ব, কর্মসংস্থানের অভাব, ব্যবসায়ে নাজুক অবস্থা এবং প্রায় সব সেক্টরেই নতুন কর্মীনিয়োগের প্রক্রিয়া স্থবির।

নিঃসন্দেহে কোভিড-১৯ মহামারী অনেককেই অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। অনেকেই এখনো চলমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করে সামলে উঠতে হিমশিম খাচ্ছে।

এই মহামারীর কারণে আমাদের সাথে যে অভিজ্ঞতাগুলো হয়েছে, তা আমাদের অনেক মূল্যবান শিক্ষা দিয়েছে-- যা আমরা ভবিষ্যতের দিনগুলোতে মনে রাখবো। চলুন দেখি, করোনা-ভাইরাস এর কাছ থেকে টাকা-পয়সা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি শিক্ষনীয় বিষয় :

১. একটি ইমার্জেন্সী ফান্ড বা জরুরি তহবিল গঠন করা খুবই দরকারী

জরুরি তহবিল থাকাটা যে গুরুত্বপূর্ণ - এই কথাটি আপনি হয়তো আগেও শুনেছেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয় যে- সবাই এই জরুরি তহবিলের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না। আর,

সেই জন্যই এই মহামারীতে অনেকে উপার্জন হারিয়ে তাদের ছোট একটু সঞ্চয় দিয়ে কোনোমতে চলার চেষ্টা করছেন। আবার অনেকেই ঋণগ্রস্থ হতে বাধ্য হচ্ছেন- যা কিনা তাদের আর্থিক পরিস্থিতিকে আরো কঠিন করে তুলছে।

জরুরি তহবিল হল আপনার আলাদা করে রাখা এমন একটি সঞ্চয় যা আপনাকে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে নিজেকে আর্থিকভাবে সামলে নিতে সাহায্য করে। বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন যে-- কোনোরকম আয় ছাড়া তিন থেকে ছয় মাস চলার মতো খরচ জমা রাখা উচিত আপনার জরুরি তহবিলে।

কোভিড-১৯ আমাদের পরিস্কার বুঝিয়ে দিয়েছে যে- কখন একটি জরুরি পরিস্থিতির উদ্রেক হতে পারে তা আমরা কেউই আগে থেকে বলতে পারি না। আর তাই, যদি কখনো কোনো পরিস্থিতিতে আপনি হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়েন, অথবা আপনার নগদ টাকার অভাব দেখা দেয়-- তখন এই জরুরি তহবিল আপনার ব্যাক-আপ হিসেবে খুবই কাজে আসবে। যে টাকাগুলো আপনি সঞ্চয় করে রেখেছিলেন সেটি আপনার নিরাপত্তা বেষ্টনী হিসেবে আপনাকে সাহায্য করবে। আপনাকে ঋণে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত রাখবে।

কোনো চরম পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার আগেই জরুরি তহবিলে সঞ্চয় করুন। আপনার নিয়মিত আয় থেকে একটি অংশ প্রতিমাসে এই উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখুন। দেখতে দেখতে এক সময় এই তহবিলে একটি উল্ল্যেখযোগ্য পরিমাণ টাকা জমা হবে-- যা আপনাকে কোনো দুর্যোগপূর্ণ সময়ে কয়েক মাস পর্যন্ত চলার মতো আর্থিক সক্ষমতা দিবে।

২. জীবন-যাত্রাকে অতিরিক্ত ব্যয়বহুল না করা

অনেক দিন পর্যন্ত শপিং মলে না গিয়েও আপনার পক্ষে সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব! কোভিড-১৯ মহামারীতে দীর্ঘ দিন ঘরের বাইরে বের না হওয়ার (লক-ডাউন) নির্দেশ মেনে চলে আমরা এটারই প্রমাণ পেয়েছি। যখন দোকান-পাট, মল্ এবং মার্কেটগুলোও ছিল বন্ধ। এই সময়ে অনেকেই তাদের বিক্ষিপ্ত এবং খামখেয়লী খরচগুলোকে নিজেদের আয়ত্তে আনার সুযোগ পেয়েছে।

যখন সব কিছু স্বাভাবিক থাকে এবং অর্থনীতি উত্তর-উত্তর সামনে এগিয়ে যায়, তখন মানুষের আয়-রোজগারও তার স্বাভাবিক গতিতে বাড়তে পারে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো আরো লাভের আশায় মার্কেটে বেশি বেশি করে পণ্য নিয়ে আসে। আর পরিবারগুলোর নিয়মিত খরচও প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে। কিন্তু কোভিড-১৯ পুরো অর্থনীতিকেই থমকে দিয়েছে। তার সাথে সাথে বেতন বা আয়-রোজগার বৃদ্ধির বিষয়টিও যেন উধাও হয়ে গিয়েছে। এতে হয়তো আপনার জীবন-যাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত খরচগুলোকেও কিছুটা থমকে গেছে।

কিন্তু বিষয়টা বলা যতটা সহজ, বাস্তবে তা অত সহজ নয়। অতিরিক্ত খরচে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে, রাতারাতি সে অভ্যাস পরিবর্তন করে ফেলা খুব সহজ নয়।

আপনার আগেকার ব্যয়ের অভ্যাসগুলো হয়তো এখনও আপনার পিছু ছাড়েনি।

তাই, কখনোই আয় বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে জীবন-ধারণের ব্যয় বৃদ্ধি করে যাওয়াটা মোটেও আপনার জন্য উপকারী নয়। বরং যতটা সম্ভব সাধারণ জীবন-যাপন করাই ভাল। তাই আপনার খরচের লাগাম টেনে ধরুন, বাহ্যিক জাঁকজমক প্রদর্শনের ফাঁদ এড়িয়ে চলুন। আপনার ঐচ্ছিক খরচগুলোকে যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন। এবং অবশিষ্ট টাকাগুলো সঞ্চয় করুন।

আমরা অনেকেই হয়তো উপলব্ধি করতে পেরেছি যে আমরা আগের চাইতে আরো অনেক কম খরচ করেও বেঁচে থাকতে পারি এবং জীবনের সাদামাটা বিষয়গুলোকে উপভোগ করতে পারি। এই মহামারী আমাদের শিখিয়েছে যে-- আমরা কত টাকা খরচ করছি সেটার উপর আমাদের জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে না। বরং কোন জিনিষগুলো আমাদের জীবনে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা উপলব্ধি করতে পারা এবং সেগুলোকে প্রাধান্য দেওয়ার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা।

৩. আয়ের একাধিক উৎস তৈরি করা বুদ্ধিমানের কাজ

এই সময়ে যারা বেতন কমে যাওয়া বা চাকরী হারানোর মতো পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, তারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে আপাত দৃষ্টিতে আমরা যে "চাকুরীর নিশ্চয়তা"র কথা ভাবি তা আসলে কত ঠুনকো! বস্তুত job-security বা চাকুরীর নিশ্চয়তা বলে কিছু নেই।

করোনা পরিস্থিতির কারণে যাদের কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছিল কেবল রাজধানী ঢাকা'তেই তাদের মধ্য থেকে প্রায় ৭৬ (ছিয়াত্তর) শতাংশ লোক ইতিমধ্যে চাকুরী হারিয়েছেন।

মহামারীর সময়ে পর্যটন শিল্প এবং তৈরি-পোশাক শিল্প খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। উৎপাদন এবং রপ্তানী নির্ভর শিল্পগুলো কোনোমতে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। নিয়মিত উপার্জন ধরে রাখার জন্য অনেকেই ভিন্ন কোনো সেক্টরে চাকুরী খুঁজে নিয়ে জীবিকার ব্যবস্থা করেছে। আর যাদের একের অধিক আয়ের উৎস রয়েছে তারা অন্যদের চাইতে ভালো অবস্থানে রয়েছেন। একাধিক আয়ের উৎস থাকলে কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করা আপনার পক্ষে তুলনামূলকভাবে সহজ হয়ে ওঠে। কোনো কারণে যদি আপনি চাকরী হারান, তখনও অন্য উৎসগুলো থেকে আসা আয়টুকু আপনার আবশ্যিক প্রয়োজনগুলো মিটিয়ে কিছুটা অন্তত স্বস্তি দেবে। এছাড়া চাকরীর পাশাপাশি এমন কিছু পার্ট-টাইম বা ফ্রিল্যান্স কাজে যুক্ত থাকলে আপনার দক্ষতায় বৈচিত্র্য আসে, এবং ভবিষ্যতে সেটা অন্য কোনো চাকুরী খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

তাই আপনার জীবনকে এমনভাবে গুছিয়ে নিন যাতে আপনারও আয়ের দ্বিতীয় একটি উৎস তৈরি হয়। আপনার উপার্জন যদি diversify করতে পারেন তাহলে ভবিষ্যতে কোনো দুর্যোগের সময় আপনি আরেকটু নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন।

৪. স্বাস্থ্য-বীমা থাকাটা জরুরি

কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তিদের শ্বাসতন্ত্রকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে অনেক রোগীদেরই অক্সিজেন নিতে হচ্ছে, হাসপাতালে নিবিড়-পরিচর্যায় থাকতে হচ্ছে। অনেকেরই লাইফ-সাপোর্টের প্রয়োজন পড়ছে। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে হচ্ছে কয়েক সপ্তাহ ধরে। কয়েকবার পরীক্ষা করে দেখতে হচ্ছে ভাইরাসের উপস্থিতি আছে কি নেই।

হাসপাতালের আইসিইউ'গুলোতে দৈনিক চার্জ গড়ে ৮,০০০ থেকে ১২,০০০ টাকা। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য-বীমা ছাড়া এই ধরণের চিকিৎসায় হাসপাতালের বিল কি পরিমাণ হতে পারে তা হয়তো আপনি আন্দাজ করতে পারছেন।

যে-কোন দুর্যোগ বা মহামারীতে কার কখন কি হয় তা বলা মুশকিল। তাই সবচাইতে খারাপ পরিস্থিতির জন্যেও প্রস্তুত থাকা ভাল। আর এর জন্যে বীমা একটি কার্যকরী সমাধান। এতে আপনার চিকিৎসার প্রয়োজনে সর্বোচ্চ খরচ পর্যন্ত বহন করার মতো কাভারেজ থাকে।

যারা সেল্ফ-এমপ্লয়েড্ তাদের জন্য তো বটেই; আর যারা চাকরীজীবী, তাদের প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা ভাতা যদি জরুরি চিকিৎসার বড় ধরণের খরচ বহন না করে, সেক্ষেত্রে তাদেরও নিজের অতিরিক্ত স্বাস্থ্য-বীমা পলিসি গ্রহণ করা উচিত। বীমা পলিসি নিয়মিত হালনাগাদ রাখুন এবং বীমা চুক্তিপত্রের শর্তাবলী ভালমতো বুঝে নিন। সময়ের সাথে পরিস্থিতি পরিবর্তন হলে আপনার বীমা যেন যে-কোনো অবস্থাতেই আপনার কাজে লাগতে পারে সেটা নিশ্চিত হয়ে নিন। এ বিষয়ে আপনার মধ্যে যদি কোনো অস্পষ্টতা বা প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনার ইন্স্যুরেন্স এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জেনে নিন।

৫. নমিনি নির্ধারণ করায় দেরি করা উচিত নয়

মানুষের জীবন যে কত ভঙ্গুর হতে পারে-- এই নির্মম সত্যটি কোভিড-১৯ মহামারী আমাদের সামনে তুলে ধরেছে! সারা পৃথিবী জুড়ে এই ভাইরাস তান্ডব ঘটিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৪২ লক্ষের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এ থেকে আমাদের শেখা উচিত যে আর্থিক ব্যাপারে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দেরি করা ঠিক নয়।

টাকা-পয়সা সঞ্চয় করা ও বিনিয়োগ করা যেমন জরুরি, তেমনি সেসব সম্পদের জন্য নমিনি নির্ধারণ করে নথিপত্র পূরণ করাও সমানভাবে জরুরি। আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যরা যেন কোনো ধরণের ভোগান্তি ছাড়াই আপনার সঞ্চয় ও সম্পদের যথার্থ অধিকার লাভ করতে পারে।

আপনার নমিনি নির্ধারণের প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করে নেওয়ার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়। যেখানে-যেখানে আপনার সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে সেখানে যত দ্রুত সম্ভব আপনার নমিনির তথ্য হালনাগাদ করে নিন। এছাড়াও সম্ভব হলে আপনার একটি 'উইল' তৈরি করে রাখুন।

করোনা-ভাইরাস টাকা-পয়সার ব্যাপারে আমাদের যা শিখিয়েছে তা যদি এক কথায় প্রকাশ করা হয় তবে সেটা হল এই যে: আমরা যেন "অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির" জন্য তৈরি থাকি। পৃথিবীর সবচেয়ে বিচক্ষণ অর্থনীতিবিদরাও এই আর্থিক দুর্যোগের ব্যাপারে কোনো পূর্বাভাস দিতে পারেন নি কিংবা পারতেন না।

ভবিষ্যতে হয়তো ঠিক একইরকম দুর্যোগ না-ও আসতে পারে, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমাদের জীবনেরই একটা অংশ। জরুরি তহবিল তৈরি করা, নিজের সামর্থ্যের মধ্যে জীবন-যাপন করা, এবং আয়ের উৎসকে diversify করার মাধ্যমে সেইসব অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে আমরা নিজেদেরকে সামলে নেবার জন্য প্রস্তুত করে তুলতে পারি।

মাদকাসক্তি জীবন নষ্ট করে

সিস্টার মেরী ক্যাথরিন এসএমআরএ

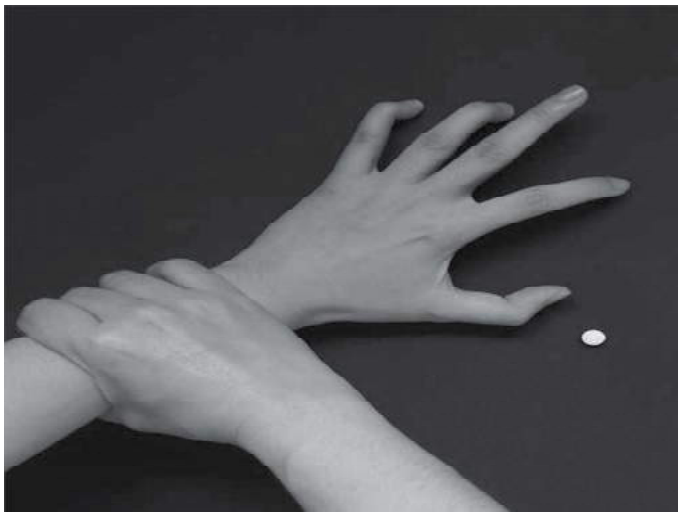

এরিক তার মা-বাবার একমাত্র সন্তান। সে তার বাবাকে খুব ভয় পায়। এরিকের বাবা একজন ব্যবসায়ী এবং তিনি ব্যবসা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। এরিকের মা-বাবার মধ্যে কয়েকদিন ধরে অমিল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই বিষয়টি এরিককে খবই কষ্ট দিচ্ছে। স্কুলে গিয়েও সে পড়াশুনায় মন দিতে পারে না। নেশা সর্বনাশা জেনেও মানুষ এর প্রতি আসক্ত হয়। এরিক তার মা- বাবার মধ্যে অমিল দেখে সেও কেমন যেন পাল্টে যায়। প্রতিদিন স্কুলে যাবার নাম করে খারাপ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে শুরু করে এবং তাদের সাথে নেশাও গ্রহণ করে। এভাবে নেশার লোভে সে আসক্ত হয়ে পড়ে। বাবা টাকা দিতে চায় না বিধায় সে চুরি, ডাকাতি করতেও দ্বিধা বোধ করে না। কারণ তার নেশার দরকার। প্রতিদিন এমনি করে নেশা গ্রহণ করতে করতে একদিন সে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। এরিকের মা- বাবা যখন ছেলের এ দুঃসংবাদ শুনতে পায় তখন অনেক কাঁন্নাকাটি করে এবং তাদের ভুল বুঝতে সক্ষম হয়। মা- বাবা দু জনেই স্বীকার করে যে, আজ তাদের অমিলের কারণেই ছেলের এই অধঃপতন।

তাই আসুন বন্ধুরা, আমরা নেশাকে না বলি। আমরা সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে উঠি যেন আর কারো জীবন এরিকের মতো না হয় ॥

কেন এই অসম বণ্টন

অন্তর দাস

হে ভূ-স্বামী যে দিন গড়িলা ভূবন
সে দিন করনিতো বণ্টন
তবে আজ কেন বণ্টন?

রাতের আঁধারে, দিনের আলোতে
প্রতি নিয়ত কেন মর্ত কোলাহল?
হে ভূ-স্বামী বলি গো তোমায়
যে দিন গড়িলা ভূবন
সে দিন করনিতো উঁচু-নিচু
বিভাজন,
গড়োনিতো বিজ্ঞ দীন করিয়া ভূবন।
দাও নিতো ভূবন-অভাগারে বিজ্ঞ
জনের হস্তালয়ে।

হে ভূ-স্বামী বলি গো তোমায়
যে দিন গড়িলা ভূবন
সে দিন রাত-দিন, সকাল-সন্ধ্যা
করনিতো বণ্টন।

তবে আজ কেন সবই এক জনারে?
কেন দশতলা, কেন গাছ তলা?
কেন আকাশ সম বিভাজন
বলিতে কী পার?
হে ভূ-স্বামী বলি গো তোমায়।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

হাইতি, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামে পোপ মহোদয়ের আর্থিক সহায়তা দান

১৫ আগস্ট মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন পর্বদিনে মায়ের মধ্যস্থতায় ক্যারিবীয় দ্বীপের ক্ষত-বিক্ষত ও ভুলে যাওয়া হাইতির সাথে একাত্ম হবার পোপ মহোদয়ের আহ্বানের বাস্তব রূপ লাভ করতে চলেছে। ঐদিনে পোপ ফ্রান্সিস হাইতি ও আফগানিস্তানের সাথে সংহতি প্রকাশ করে প্রার্থনা করেন। ২০ আগস্ট তারিখে সমন্বিত মানব উন্নয়নের পোপীয় দপ্তরের এক বিবৃতিতে দপ্তর প্রধান কার্ডিনাল টার্কসন জানান যে, ভূমিকম্পে পর্যুদস্ত হাইতির জনগণকে ত্রাণ সহায়তা দিতে পোপ ফ্রান্সিস প্রাথমিকভাবে ৬ লক্ষ ইউরো অনুদান দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কোভিড-১৯ এ কারণে ইতোমধ্যেই এই দ্বীপটির স্বাস্থ্যসেবা ভেঙ্গে পড়েছে। উল্লেখ্য গত ১৪ আগস্ট ৭.২ রিখটার স্কেলের ভূমিকম্পে হাইতে কেঁপে উঠে। ২,২০৭ জন ইতোমধ্যে মারা গেছেন, ৩৪৪জন নিখোঁজ এবং ১২০০জন ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। ক্ষতির পরিমাণ অকল্পনীয়। প্রায় সমগ্র ভূখন্ডটিই মাটির সাথে মিশে গেছে। যা বাকি ছিল তা-ও প্রবল ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পোপ মহোদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাসমূহ এগিয়ে আসলেও হাইতির অনিয়ন্ত্রিত অপরাধী চক্র ত্রাণ কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করে মানবিক দুর্যোগ সৃষ্টি করছে। এমতাবস্থায় পোপ ফ্রান্সিসের সহায়তা আবশ্যক ও প্রত্যাশিত ছিল। ভাতিকান দূতাবাসের মাধ্যমে এই অনুদান ক্ষতিগ্রস্ত ডাইয়োসিসে ব্যবহৃত হবে।

হাইতির সাথে সাথে পোপ ফ্রান্সিস বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলারত বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামকে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেছেন। ঘূর্ণিঝড় ইয়াস আক্রান্ত বাংলাদেশকে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী দুর্যোগ মোকাবেলা করতে প্রাথমিকভাবে ৬০ হাজার ইউরো অনুদান দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই কোভিড-১৯ করোনাভাইরাসের ইণ্ডিয়ান ভেরিয়্যান্ট দ্বারা পর্যুদস্ত বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১ মিলিয়ন লোক ইয়াসের ছোবলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পোপ মহোদয়ের হৃদয়ে অবস্থানকারী আরেকটি দেশের নাম হলো ভিয়েতনাম। কোভিড ১৯ এর কারণে আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নিদারুণ হতাশা নিয়ে আসলে প্রাথমিক ধাক্কা সামলানোর জন্য পোপ ফ্রান্সিস এই অনুদান প্রেরণ করেন।

জনগণকে কোভিড-১৯ এর টিকা নিতে পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বান

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিশপদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে পোপ ফ্রান্সিসও করোনা-১৯ এর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানান। গত ১৮ আগস্ট এক ভিডিও বার্তায় পোপ ফ্রান্সিস নিরাপদ ও কার্যকরী কোভিড-১৯ টিকা তৈরি করার জন্য গবেষক ও বিজ্ঞানীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আর বিভিন্ন মানুষের প্রচেষ্টায় কোভিড-১৯ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমাদের কাছে এখন টিকা আছে। এই টিকা মহামারীর সমাপ্তি টানতে আমাদের মধ্যে আশা জাগাচ্ছে। কিন্তু তা সম্ভব হবে যদি তা সকলের জন্য সহজপ্রাপ্য হয়। তার জন্য আমাদের সকলকেই সহযোগিতা করতে হবে। যথ যথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কোভিড টিকা গ্রহণ ও প্রদান হলো ভালোবাসার একটি কাজ। টিকা গ্রহণে অন্যকে সহায়তা করাও ভালোবাসার একটি কাজ। এটি প্রকাশ করে, নিজের, পরিবার ও বন্ধুদের জন্য ভালোবাসা। আসলে ভালোবাসা কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিকও বটে। যা সমাজ রূপান্তর ও উন্নয়নে ব্যক্তিগত ছোট-ছোট উদ্যোগের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। টিকা গ্রহণ খুব সহজ একটি কাজ যা গভীরভাবে অন্যকে যত্ন দানে সহায়ক। পোপ মহোদয় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন যেন আমরা প্রত্যেকেই আমাদের ভালোবাসার ছোট ছোট প্রকাশ করতে পারি। প্রকাশভঙ্গি যত ছোটই হোক, ভালোবাসা সবসময় মহান। তাই ভালোবাসার ছোট ছোট প্রকাশ করে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে।

পোপ মহোদয়ের টুইটার বার্তা

২৪/০৮/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিনয়ের মধ্যেই আমরা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্মাণ করি। আমরা অবশ্যই মহিমা বা ক্ষমতার স্বপ্নে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করবো না; কেননা যিশুর মানবরূপেই ঈশ্বর প্রকাশিত হয়েছেন। ফলস্বরূপ আমাদের জীবন পথে ভাই-বোনদের সাক্ষাতে আমরা ঈশ্বরকে খুঁজে পাই। আমরা নিজেদেরকে, আমাদের সমাজ ও বিশ্বকে যেভাবে দেখি ধৈর্য আমাদেরকে তদ্রুপ দয়ালু হতে সহায়তা করে॥

- তথ্যসূত্র : *news.va*

মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

নির্বাচন - ২০২১ ও বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ"-এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২১/০৮/২০২১ খ্রিস্টাব্দে ব্যবস্থাপনা কমিটির বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন আগামী ৫ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার লূর্দের রাণী মিলনায়তন, ক-১১৮/২০, মহাখালী দক্ষিণপাড়া, গুলশান, ঢাকা-১২১২ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য যে, সমিতির নির্বাচন - ২০২১, সকাল ৯:০০টা হতে বিকাল ৩:০০টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে অনুষ্ঠিত হবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির ১ জন সভাপতি, ১ জন সহ-সভাপতি, ১ জন সম্পাদক, ১ জন কোষাধ্যক্ষ ও ৫ জন নির্বাহী সদস্যসহ সর্বমোট ৯ টি পদে সমিতির সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গ্রহণের পর ফলাফল ঘোষণা করা হবে। অত:পর সন্ধ্যা ৬:০০টায় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

অতএব, উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে ভোট প্রদানের জন্য এবং নির্বাচনী কাজে সহযোগিতা করার জন্য সকল সদস্যকে অনুরোধ করা হল।

ধন্যবাদসহ -

কবিতা জি. গমেজ
সম্পাদক
ম.খ্রী.কো.ক্রে.ইউ.লি:

বিপ্র/২২৫/২১

করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ফাদার চার্লস জে ইয়াং ফাউন্ডেশনের ত্রাণ বিতরণ

সুমন কোড়াইয়া ▯ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ফাদার চার্লস জে. ইয়াং-এর নামানুসারে ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ফাউন্ডেশন নিবন্ধন লাভ করে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর। অরাজনৈতিক ও অলাভজনক এই সংগঠনের কার্যক্রম হচ্ছে মেধাবী ও গরিব শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, সমবায়ের ওপর বিশেষ গবেষণা কাজে উদ্যোগীদের উৎসাহিত করা, কারিগরি শিক্ষা তহবিল প্রদান, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কাজে সহযোগিতা, সমবায়ে বিশেষ অবদানের জন্য উৎসাহিত করা ও নানা সামাজহিতৈষী কাজে নানাভাবে অবদান রাখা।

বিগত এক সপ্তাহ ধরে ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৬০০টি পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা দিয়েছে ফাদার চার্লস জে ইয়াং ফাউন্ডেশন।

প্রতিটি পরিবারে দেওয়া হয়েছে ২০ কেজি চাল, ৩ কেজি আলু, ২ কেজি ডাল, ২ কেজি পেয়াজ, ২ লিটার তেল, ১ কেজি লবণ এবং ৫ টি করে মাস্ক। খাদ্য সামগ্রী ছাড়াও দেওয়া হয়েছে ৪০০টি পিপিই ও ১০০ লিটার হ্যান্ড স্যানিটাইজার। বিভিন্ন সময়ের ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন ফাদার চার্লস জে ইয়াং ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান পংকজ গিলবার্ট কস্তা, দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ লিমিটেড এর চেয়ারম্যান নির্মল রোজারিও, ফাদার চার্লস জে ইয়াং ফাউন্ডেশনের ভাইস-চেয়ারম্যান বাবু মার্কুজ গমেজ, সেক্রেটারি লিটন টমাস রোজারিও, ট্রেজারার আলবার্ট আশিস বিশ্বাস, নির্বাহী পরিচালক ডমিনিক রঞ্জন পিউরীফিকেশন, ফাউন্ডেশনের সদস্য ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া ও রতন পিটার কোড়াইয়াসহ প্রতিটি ত্রাণ কার্যক্রম এলাকার নেতৃবৃন্দ।

ত্রাণ বিতরণ সম্পর্কে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান পংকজ গিলবার্ট কস্তা বলেন, 'ফাদার ইয়াং আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের যেন দুর্দশা দূর হয়। এই উদ্দেশেই ফাদার ইয়াংকে স্মরণীয় করে রাখতে আমরা তাঁর নামে ফাউন্ডেশন করেছি। এমন কোনো সমবায়ী নেই, যারা ফাদার ইয়াং-এর নাম শোনেনি। ফাদার ইয়াং-এর আদর্শ সকলের কাছে পৌঁছে দিতে আমাদের এই ফাউন্ডেশনের প্রচেষ্টা। এই ফাউন্ডেশন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সামাজহিতৈষী কাজ করবে।'

ফাউন্ডেশনটির এই ত্রাণ কার্যক্রমে ঢাকা ক্রেডিটের সাথে অর্থ সহায়তা দিয়েছে দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ লিমিটেড, দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি:, মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি:, তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমূখী সমবায় সমিতি লি:, মাউসাইদ খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, মাউসাইদ খ্রীষ্টান মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি:, ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: ও পাগার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডসহ বিভিন্ন সমবায় সমিতি, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি॥

নারিকেলবাড়ী ধর্মপল্লী বিসিএসএম ও যুবসংঘে'র উদ্যোগে ভালবাসার দান উপহার

তিমন হালদার ▯ নারিকেলবাড়ী কাথলিক ধর্মপল্লীর বিসিএসএম ও যুব সংঘ গত বছর করোনা মহামারিতে অসহায় ২৬ টি পরিবারকে সহায়তা করেছিল। এবছরও করোনা মহামারির মধ্যে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলের জন্য প্রার্থনা করেন। একই সঙ্গে খ্রিস্টভক্তদের দেয়া উদার দান ও যুব সংঘের তহবিল থেকে ৫০ টি অসহায় পরিবারকে ভালোবাসার দান প্রদান করা হয়। এতে নারিকেলবাড়ী ধর্মপল্লীর যুবক-যুবতীরা অংশগ্রহণ করে। বিসিএসএম ও যুব সংঘ সব সময়ই ধর্মপল্লীর সকল কাজে ও খ্রিস্টীয় নানা উপাসনায় সহায়তা করে আসছে। ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ ফাদার লিটন ফ্রান্সিস গমেজ ও রিজন মারিও বাড়ৈ সব সময় পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে বিসিএসএম ও যুবসংঘকে সহায়তা করছেন॥

দিদির স্বর্গযাত্রার ১২তম বছর

মিসেস আশালতা বটলেরু (অধিকারী)
জন্ম : ১ জানুয়ারি, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

বছর ঘুরে ফিরে এলো বেদনাসিক্ত স্মৃতিময় সেই দিন ২৮ আগস্ট। দিদি, তুমি ১১ বছর আগে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে আমাদের কাঁদিয়ে স্বর্গে পিতার কোলে মহাশান্তির মাঝে স্থান করে নিয়েছ। দিদি তোমাকে আজও একটি দিনের জন্যও ভুলতে পারিনি। জীবনে চলার পথে সর্বত্রই তোমার অভাব অনুভব করি। কিন্তু অভাব পূরণ হয়নি কখনো। তোমার আশীর্বাদ আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন। তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা তোমার রেখে যাওয়া অম্লান আদর্শ দিয়ে কর্মদায়িত্ব পালন করে যেতে পারি। দিদি, আজ তোমার অন্তিম বিদায় বার্ষিকীতে তোমাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। আমাদের বৃদ্ধা মা তোমাকে স্মরণ করতে-করতে অবশেষে স্বর্গে তোমার সাথে মিলিত হয়েছে। বিশ্বাস করি মায়ের সাথে পিতার রাজ্যে ভালো আছো। আমাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের প্রার্থনা, আমরাও যেন তোমার সাথে একদিন স্বর্গে মিলিত হতে পারি।

তোমারই একান্ত আপনজনদের পক্ষে-
স্নেহধন্য,
ফাদার হ্যামলেট বটলেরু সিএসসি ও পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/২২১/২১

চালাবন ডন বস্কো কাথলিক মিশনে যুব দিবস ও সাধু জন বস্কোর জন্মদিবস পালন

শ্রাবণ চিছাম ও তন্ময় গমেজ ▯ গত ১৬ আগস্ট ২০২১, ঢাকার উত্তরায় চালাবন ডন বস্কো কাথলিক মিশনে সাধু জন বস্কোর জন্মদিন উদ্‌যাপন ও যুব দিবস পালন করা হয়। ফাদার ফ্রান্সিস আলেনচেরী এসডিবি এই বিশেষ পর্বে দিনটিকে "যুব দিবস" হিসেবে পালন করার অনুরোধ করেন। এইদিন বিকাল ৫টায় খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টযাগের পূর্বে "চালাবন ডন বস্কো যুব সংঘ" এর দেয়ালিকা "অন্বেষণ" উন্মোচন করেন ফাদার ফ্রান্সিস আলেনচেরী এসডিবি। বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ফ্রান্সিস আলেনচেরী এসডিবি। খ্রিস্টযাগের পরপরই "চালাবন ডন বস্কো যুব সংঘ "এর আয়োজনে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উদ্বোধনী দলীয় গান করে যুবক যুবতীরা এরপরই ফাদার ফ্রান্সিস আলেনচেরী সকল যুবক যুবতীদের নিয়ে যুব দিবসের কেক কাটেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ব্রাদার মজেস হাঁসদা এসডিবি, ব্রাদার জনি রুরাম এসডিবি, উপদেষ্টা ম্যাথিও রাংসা ও সদস্য শ্রুতি চিরান। অনুষ্ঠান শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন "চালাবন ডন বস্কো যুব সংঘের" সভাপতি তন্ময় গমেজ। এরপরই অনুষ্ঠানের শেষ আকর্ষণ শ্রাবণ চিছামের নির্দেশনায় মঞ্চ নাটক "খ্রিস্টেতে বিশ্বাস রাখা" মঞ্চস্থ করেন যুবক-যুবতীরা। নাটকের পরই ফাদার ফ্রান্সিস আলেনচেরী তার দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ করেন। অনুষ্ঠান শেষে সাধু জন বস্কোর জন্মদিবসের কেক কাটা হয় ও সকলের জন্য প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়॥

বাড়ীসহ জমি বিক্রয় হবে

ঢাকায় অভিজাত এলাকায় নিষ্কন্টক জমি (২.৬ কাঠা) অতি সত্তর বিক্রি করা হবে।

যোগাযোগ

০১৭৫৮-১৯৭৭৬৯

বিজ্ঞ/২২৫/২১

Reg. No. 1209/1970

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ

THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE MULTIPURPOSE SOCIETY LIMITED

Church Community Centre, 9, Tejkunipara, Tejgaon, Dhaka-1215, Phone: 9115935

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ

তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার

৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

এতদ্বারা সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার সকাল ১০:৩০ মিনিটে তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫, সোসাইটির ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা করোনা মোকাবেলায় সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য-সদস্যাদের যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ডমিনিক রঞ্জন গমেজ

সেক্রেটারী

বিজ্ঞ/২২৭/২১

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

মা তুমি আছো হৃদয় মাঝে অম্লান

প্রয়াত ডলি রোজারিও

জন্ম : ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ৪ আগষ্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

গ্রাম : বড়ইহাজী (শুলপুর ধর্মপল্লী)

মা, তুমি আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে বিগত ৪ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দে অনন্তধামে চলে গেলে। একইভাবে ১৯ এপ্রিল ২০১০ খ্রিস্টাব্দে আমরা বাবাকে হারিয়েছি। আমরা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি তোমাদের ভালোবাসার ছোঁয়া।

মা ব্যক্তিজীবনে তুমি ছিলে স্নেহপরায়ণ, সহজ-সরল, সদালাপী, কর্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী ও ধর্মভীরু। তোমার অসুস্থতাকালীন সময়ে বেদনাবিধূর দিনগুলির প্রতি মুহূর্তে আমাদের কাঁদায়। তোমাদের ছাড়া সবকিছুই শুন্য মনে হয়। তোমরা ছিলে আমাদের আদর্শ এবং ভালো কাজের প্রেরণাদাতা।

মা ও বাবা, স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো আমরা যেন খ্রিস্টীয় আদর্শে আজীবন চলতে পারি।

তোমার আদরের

বড়মেয়ে ও জামাতা : কচি ম্যাগডালিন রোজারিও ও মুকুল কোড়াইয়া

ছোট মেয়ে ও জামাতা : স্নেহ রোজারিও ও সাগর গমেজ

নাতি-নাতনী : সকাল, পূর্ণতা, মৌনতা, সৃষ্টতা ও সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞ/২২২/২১

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 04/20)

বিশেষ সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা পরিষদ এর নির্বাচন বিজ্ঞপ্তি/২০২১ খ্রিঃ

এতদ্বারা নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ০৯ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা পরিষদের ২৪তম যুক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সময়: সকাল ৮:৩০ মিনিট হতে বিরতিহীন ভাবে বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত সময়ে নাগরী সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ-এ অত্র সমিতির "বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন" অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত **"বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন"** -এ অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের ছবিযুক্ত নিজ নিজ পাশবহি অথবা সমিতির পরিচয় পত্রসহ যথাসময়ে উপস্থিত থেকে ভোট প্রদানের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

উপরোক্ত কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আরো উল্লেখ্য যে, নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য সমিতির অফিস হতে জানা যাবে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে

শর্মিলা রোজারিও
সেক্রেটারী
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

সুমন রোজারিও
চেয়ারম্যান
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

অনুলিপি:- সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১. মি./মিসেস ....., সদস্য নং....., নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:।
২. ব্যবস্থাপনা পরিষদ-নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, নাইট ভিনসেন্ট ভবন, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
৩. জেলা সমবায় কর্মকর্তা, গাজীপুর।
৪. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
৫. বাংলাদেশ লি:-এর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ (কাল্‌ব)।
৬. সেন্ট নিকোলাস চার্চ।
৭. সেন্ট নিকোলাস হাই স্কুল এন্ড কলেজ।
৮. নোটিশ বোর্ড।
৯. অফিস কপি।

বিজ্ঞ/২২৮/২১

IN LOVING MEMORY OF

MR. SYLVESTER HALDER

1 December, 1952 – 3 September, 2020

"Those we love don't go away;
they walk beside us every day.
Unseen, unheard, but always near,
still loved, still missed and very dear."

In memory of Sylvester Halder, beloved husband, dear father, respected brother and humble leader. We cherish the memories, teachings and wisdoms he shared: to respect each other, empower the weak and vulnerable; have faith and trust in God's plan and wishes.

Sylvester Halder, second son of late Solomon Halder and late Sylvia Halder; grew up in Patharghata, Chittagong. He completed SSC from St. Placid's High School; and HSC from Chittagong Government City College; studied for Private & Commercial Pilot License from Bangladesh Civil Aviation (1976); Chittagong Technical Institute (1978); Bachelor of Commerce, Dhaka University (1980); Post Graduate Diploma in Business Administration from Islamic University Chittagong, Dhaka campus (2000); Masters in Business Administration (MBA), East West University (2001) and continued for Master of Education (M.Ed), from Bangladesh Open University (2010).

In few words, he always maintained an active relation with God and spiritual exercises, for spiritual upkeep; had a liberal and open mind to believers of all faiths and spiritual convictions. He was very social amongst friends, colleagues and professionals. He was a man who had challenging visions, developed and managed missions, and articulated goals to serve and empower rural communities and people. He served and supported various international and national organizations with management and leading positions. He worked in organizations like CORR/ Caritas (1971), ICRC (1972), Swiss Red Cross, UNROD, UNICEF (1973), YMCA (1978-1981), World Vision Bangladesh (1982-2001), Engender Health (2002), National Council of Churches (2003), HEED Bangladesh (2004-2008), Christian Commission for Developing Bangladesh (2008-2019), chief consultant at Crossroads to Cross, and was honored as the Board Chairperson in Lutheran Health Care, Bangladesh.

He inspired learning and trained people to acquire professional skills, foster innovation and introduce new approach to transform communities and organizations. He also contributed in social services, conflict resolution and diplomatic relations. His contribution in the development sector by empowering organizations and rural communities of Bangladesh has been unparallel.

He was passionate for writing and reading, with great collection of books in his library. His enjoyed traveling, forestation, swimming, hunting and fishing. He travelled to various countries and had a taste for the finesse in life. He led a simple and humble life with his family. His pioneering actions and guidance has empowered families and friends.

We always honor him for his dedication and service for the vulnerable; grateful for his teachings and guidance. His sudden departure, due to heart failure, left us heartbroken. We are grateful to all the support from our neighbors, friends and family, who were with us during this difficult time. We pray for his departed soul, on his first death anniversary.

With loving memory,
Magdalene Gomes (Wife)
Angelina Cynthia Halder (Daughter)
Emil Theodore Halder (Son)

বিজ্ঞ/২১৯/২১

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ৩১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 31
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ৩১
Regd. No. DA-33
❖ 29 August - 4 September, 2021, ১৪ - ২০ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,

সবাইকে জানাই খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আগামী ২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার, রমনা সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল গির্জায় বাংলাদেশ মণ্ডলীর গৌরব ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি। যারা দূর-দূরান্তে অবস্থান করছেন, এই দিনটিতে মহান সাধকের স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন ও বিশেষ প্রার্থনা করার অনুরোধ করছি।

অনুষ্ঠানের সময়সূচি :

বিকাল ৫টায় : বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠান

বিকাল ৫:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগ ও কবর আশীর্বাদ।

ধন্যবাদান্তে,
পাল-পুরোহিত ও সহকারী পাল-পুরোহিত
পালকীয় পরিষদ ও খ্রিস্টভক্তগণ,
সেন্ট মেরীস ক্যাথেড্রাল ধর্মপল্লী, রমনা

বাংলাদেশ খ্রিস্টান (কাথলিক) সমাজ কর্তৃক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) উদ্‌যাপন বিষয়ক

বিশেষ ঘোষণা

সম্মানিত সুধী,

সমগ্র জাতির সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশ খ্রিস্টান (কাথলিক) সমাজও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে রোজ শুক্রবার, ১০ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। এই মহতী কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে সকলের সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

ইতোমধ্যে বিভিন্ন কমিটি ও উপকমিটি গঠিত হয়েছে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) উদ্‌যাপনের জন্য নানামুখী প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সারাদেশে খ্রিস্টান (কাথলিক) সমাজে চার লক্ষ বৃক্ষ রোপণের কর্মসূচী সম্পন্নের পথে। তথ্যমূলক একটি প্রকাশনা, খ্রিস্টান (কাথলিক) মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরী ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মারক/স্মৃতি সংগ্রহের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত করতে সকল স্তরের ব্যক্তিবর্গের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। নিজ নিজ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীগুলোতে খ্রিস্টান (কাথলিক) মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্যদান, মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মারক/স্মৃতি জমা, নৈতিক ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে আপনিও এ কর্মযজ্ঞে শরীক হতে পারেন।

দেশগড়ার কাজে অতীতের মতো বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও আমরা নিবেদিত হবো। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মাঝে একতা ও মিলন দৃঢ় হোক।

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই
সভাপতি
বাংলাদেশ খ্রিস্টান (কাথলিক) সমাজ কর্তৃক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) উদ্‌যাপন কমিটি

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু, সমন্বয়কারী
ফাদার মিল্টন ডেনিস কোড়াইয়া, সেক্রেটারী
বাংলাদেশ খ্রিস্টান (কাথলিক) সমাজ কর্তৃক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) উদ্‌যাপন কমিটি

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org